NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৮ মেসি এই প্রথম এমএলএসের মাসসেরা

আজ ত্রিমুকুট জিতে স্বপ্নপূরণ করতে চান বাগান অধিনায়ক ৮

কলকাতা ৪ মে ২০২৪ ২১ বৈশাখ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 04.05.2024, Vol.17, Issue No. 321, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় এসে ৩ জেলায় ত্রিফলা আক্রমণে মোদি

‘বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় সারির নাগরিক করে রেখেছে তৃণমূল’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় তৃতীয় দফার ভোটের আগে পুরোদস্তুর ধর্মীয় মেরুকরণের রাস্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বর্ধমানের সভা থেকে সরাসরি মোদি অভিযোগ করলেন, তৃণমূলের শাসনে বাংলায় হিন্দুরা দ্বিতীয় সারির নাগরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে প্রকাশ্যে হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। মোদির প্রশ্ন, বাংলায় হিন্দুদের এ কী হাল হয়েছে!

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূল, সিপিএম বা কংগ্রেস কেউ দেশের উন্নয়নের জন্য ভোটে লড়ছে না। ওঁরা শুধু বিভাজন বোঝে। মোদি বর্ধমানের সভা থেকে রাখঢাক না করেই বলে দিলেন, ‘আমি টিভিতে দেখেছি তৃণমূলের এক বিধায়ক খোলাখুলি হুমকি দিয়েছে। বলেছে হিন্দুদের দু-ঘণ্টার মধ্যে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব। এটা কেমন ভাষা ভাই! হিন্দুদের ভাসিয়ে দেব? সত্যিই বাংলায় হিন্দুদের এ কী অবস্থা। মনে হচ্ছে বাংলায় হিন্দুদের তৃণমূলের সরকার দ্বিতীয় সারির নাগরিক করে রেখেছে।’

মোদির প্রশ্ন, ‘এরা কেমন মানুষ? জয় শ্রীরামের ধ্বনি শুনলে আপত্তি করে, এরা রামমন্দিরের উদ্বোধনে আপত্তি করে। এরা রামনবমীর শোভাযাত্রায় আপত্তি করে!’ মোদির অভিযোগ, সন্দেশখালি মহিলাদের সঙ্গে দুষ্কর্ম করা শাহজাহানকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। এর মধ্যেও ধর্মীয় বিভাজনের তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘অপরাধীর নাম শাহজাহান বলেই কী তাঁকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে তৃণমূল?’

বর্ধমান

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ইন্ডিয়া জোটের কাছে দেশের জন্য কোনও ভিশন নেই। ওরা শুধু ধর্মের নামে দেশটাকে বিভক্ত করতে চায়। তৃণমূল তোষণে ব্যস্ত। মোদির প্রশ্ন, ভোটব্যাংক কি মানুষের জীবনের থেকেও বড়? ভোটব্যাংক কি মানবধর্মের থেকেও বড়? প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘কংগ্রেসের লোকেরা প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে ভোট জিহাদ করার কথা বলছে। আমাদের দেশে কয়েক দশক ধরে গোপনে এই ভোট জিহাদ চলছে। এবার প্রকাশ্যেই এরা ভোট জিহাদের কথা বলছে। অথচ ভোট জিহাদকে সমর্থন করছে ইন্ডিয়া জোট।’ প্রধানমন্ত্রী এদিন সরাসরি দেশের নামে ভোট চেয়েছেন। মোদি বর্ধমানের সভায় বললেন, ‘ওদের উত্তর দিতে হবে তো? আপনি দেশের নামে ভোট দিন। বিকশিত ভারতের জন্য ভোট দিন। তৃণমূল হোক, কংগ্রেস হোক, বামেরা হোক, এই ইন্ডিয়া জোট নিজেদের ভোটব্যাংকের জন্য সবকিছু করতে পারে। তাই আমরা দেশের জন্য ভোট দেব।’

যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটপ্রচারে বাংলায় এসে তৃণমূলকে নিশানা করতে ফের চাকরি বাতিলকে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যারা যোগ্য হয়েও আদালতের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে বিজেপি, ঘোষণা করলেন তিনি। পাশাপাশি দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যকে তুলোধোনা করলেন। শুক্রবার বর্ধমানের জনসভা থেকে যোগ্য চাকরিহারাদের হয়েই সুর চড়ালেন মোদি। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, সঠিক পদ্ধতিতে চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও আদালতের নির্দেশে যারা আজ বেকার, তাঁদের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বিজেপির তরফে।

এখানেই শেষ নয়। দুর্নীতি ইস্যুতে কড়া ভাষায় তৃণমূলকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। খোলা হবে লিগ্যাল সেল, তৈরি হবে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। খানিক প্রতিশ্রুতির সুরে বলেন,‘ যাঁদের কাছে যোগ্য প্রার্থী হওয়ার সঠিক কাগজ রয়েছে তাঁদের পাশে থাকবে বঙ্গ বিজেপি। দেওয়া হবে আইনি সহায়তা। তাঁরা যাতে সুবিচার পায় তা দেখা হবে। যোগ্য চাকরিপ্রাপকদের জন্য সর্বতভাবে কাজ করবে বিজেপি। এটা মোদির গ্যারান্টি।’

শিক্ষক দুর্নীতি ইস্যুতে কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা

বোলপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুব্রত গড়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষক দুর্নীতি ইস্যুতে কাশ্মীরের সঙ্গে বাংলার তুলনা টেনে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিযোগ তুললেন, কয়লা, গোরু, রেশনের মতো একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে রাজ্যের শিশুদের ভবিষ্যৎকে খাদের কিনারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। এ প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের উদাহরণ টেনে তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করলেন নরেন্দ্র মোদি।

শুক্রবার আমোদপুরে নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একটা সময়ে কাশ্মীরের জায়গায় জায়গায় স্কুল পুড়িয়ে দিচ্ছিল জঙ্গিরা। সেই সময় কাশ্মীরের কিছু রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের দিল্লিতে আমার বাসভবনে ডেকেছিলাম। তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাই, আপনারা আমায় কথা দিন আর কোনও স্কুল যেন ওখানে না পোড়াতে পারে জঙ্গিরা। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের। কারণ, স্কুল পোড়ার অর্থ শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়া। তাঁরা কথা রেখেছিলেন। আর কোনও স্কুল সেখানে পোড়েনি।’ সেই কথার রেশ ধরেই তৃণমূলকে তোপ দেগে মোদি বলেন, ‘কাশ্মীরের মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে পারলেও বাংলায় তৃণমূল শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করেছে। যারা আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে তাদের আপনারা ক্ষমা করবেন না।’একইসঙ্গে কড়া সুরে তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়ে মোদি বলেন, ‘তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। টাকা নিয়ে ওএমআর শিট বদল করা হয়েছে। এক একটি পদের জন্য ৪-৬ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। বাংলায় গণতন্ত্রকে কবর দিয়েছে তৃণমূল। আমি কথা দিচ্ছি আমি এদের শাস্তি দেব। যারা আপনাদের কাঁদিয়েছে তাদের ছাড়ব না।’ এছাড়াও বিজেপি সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করার জন্য মোদি পণ করেছে।

লোকসভায় তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেদের আসন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগরে নির্বাচনী প্রচারে এসে লোকসভায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, গতবার ২০’র গণ্ডি পার করলেও এবার গোটা দেশে ১৫ টি আসনও পাবে না রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ও বামেদের প্রসঙ্গেও তীব্র কটাক্ষ শানিয়ে তাঁদের আসনগণ্ডিও বেঁধে দিতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে।

শুক্রবার কৃষ্ণনগরে ভোটপ্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই নির্বাচন দেশের নির্বাচন। দেশের সরকার গড়ার নির্বাচন। ফলে এখানে কাকে সরকারে বসাতে হবে তা আপনাদের ঠিক করতে হবে।’ এরপর তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, ‘তৃণমূল তো গোটা দেশে ১৫ আসনও জিতবে না। তাহলে আপনারা বলুন ওরা ১৫ আসন নিয়ে সরকার তৈরি করতে পারবে কি?’ এরপর এই তালিকায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘কংগ্রেসও গোটা দেশে যত শক্তি দেখাক হাফ সেঞ্চুরি করতে পারবে না। তাহলে ৫০ আসনও যে পাচ্ছে না সে সরকার তৈরি করতে পারবে কি?’ এর পর বামেদের নিশানায় নিয়ে বলেন, ‘এবার আসুন বাম মোর্চায়, একটা সময় এখানে যাদের সূর্য নিভত না, তাদের আর এখানে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে তারা কি সরকার তৈরি করতে পারবে? এই নির্বাচনে এটা স্পষ্ট যে যদি কেউ সরকার তৈরি করতে পারে তবে সেটা বিজেপি ও এনডিএ।’

এরপর লোকসভায় সরকার গঠন নিয়ে রীতিমতো আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ে মোদির গলা থেকে।

তেহট্ট

তিনি বলেন, ‘আমরা সরকার গঠন করছি। তবে তর্ক এখন এই জায়গায় পৌঁছেছে যে এনডিএ ৪০০ পার করবে কি না! আমাদের একটা পক্ষ বলছে, ৪০০ থেকে কিছু কম হতে পারে, আর এক পক্ষ বলছে ৪০০ ছাপিয়ে যাবে।’ এরপর ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গ তুলে মোদির কটাক্ষ, ‘অন্যদিকে, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের তর্ক চলছে বিরোধী হিসেবে সবচেয়ে বড় দল কে হবে? এরা এই জন্য নির্বাচন লড়ছে।’ জনগণের কাছে মোদি আর্জি জানান, ‘মোদির সবচেয়ে বেশি আসন এই জন্য দরকার যাতে দেশের সব সংসদীয় আসনে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়।’

এদিনের প্রচারে তৃণমূলকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে ফের সন্দেশখালি প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। কড়া সুরে বলেন, ‘তোলাবাজদের সরকার তৃণমূল। প্রতিদিন আদালত ওদের স্মরণ করায় ওদের দায়িত্ব কী? কারণ সংবিধান মেনে একটিও কাজ ওরা করে না। সন্দেশখালিতে কী ঘটেছে আপনারা সকলে দেখেছেন। তৃণমূল নেতারা আগে থেকেই জানতেন সেখানে কী চলছে। ওখানে বিপুল অস্ত্র ও বোমা পাওয়া গিয়েছে। যে সব অস্ত্র ওখানে পাওয়া গিয়েছে তা কি গণতন্ত্র রক্ষার্থে?’ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘অপরাধীর নাম শাহজাহান বলেই কী তাঁকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে তৃণমূল?’

রায়নার সভা থেকে রাজ্যপালকে তোপ মমতার

চাকরি বাতিল নিয়ে মোদিকে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে এ বার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে রাজ্যে সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর প্রশ্ন, ‘আপনি সন্দেশখালি নিয়ে সন্দেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সন্দেশখালি নিয়ে বলার আগে আপনি বলুন রাজ্যপাল কেন তাঁর কাজের মেয়েকে, কেন তাঁর ঘরে কাজ করে বলে এক বার নয়, পর পর দু’বার মলেস্ট করেছেন?’

বৃহস্পতিবার রাতেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় রিপোর্ট লিখিয়েছেন এক মহিলা। নিজেকে রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে পুলিশকে তিনি জানান, রাজভবনে দু’বার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন তিনি। যদিও বৃহস্পতিবারই একটি পাল্টা বিবৃতি দিয়ে ওই অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন রাজ্যপাল। তিনি এ-ও জানান যে, অশুভ উদ্দেশ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে। ঘটনাচক্রে, বৃহস্পতিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এসে পৌঁছন কলকাতায় এবং রাজভবনেই রাজ্যপালের অতিথি হয়ে রাত্রিবাস করেন। শুক্রবার সেখান থেকে কৃষ্ণনগরে গিয়ে জনসভাও করেন। কিন্তু রাজভবন সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে কোনও কথাই বলেননি মোদি। তাঁর এই নীরবতা নিয়েই মমতা তাঁকে বিঁধেছেন।

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানেই তিনি বলেন, ‘আপনি সন্দেশখালি নিয়ে অনেক কথা বলছেন, সন্দেশখালিতে এমন কোনও ঘটনা ঘটতে দিইনি। ওদের জমিজমা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল, আমরাই অফিসার পাঠিয়ে তার সমাধান করে দিয়েছি। কিন্তু আপনি কী করেছেন?’

সন্দেশখালির ঘটনার পর বসিরহাটের সভায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নানা কথা বলেছিলেন মোদি। পরবর্তী কালেও ভোটের প্রচারে সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন। মমতা সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়েই বলেছেন, ‘একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত। তার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ করেছে। রাজ্যপাল মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে রাজভবনে এক বার নয়, পর পর দু’বার মলেস্ট করেছেন। সেখানেই তো আপনি কাল থেকে এলেন। কই, একটা কথাও তো মুখ দিয়ে কাল বললেন না। আপনার লোকজনেরাও তো তখন ছিল, যখন মেয়েটি কেঁদে বেরোচ্ছিল। সে বলেছে, ‘আর আমি রাজভবনে চাকরি করতে যাব না।’ ভয় পাচ্ছে। ভাবছে যখন-তখন ডেকে খারাপ ব্যবহার করবে।

‘বেশ করেছে দু-জায়গায় দাঁড়িয়েছে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে, এমনকী এখনও বিভিন্ন সভা থেকে দিল্লিতে জোট সঙ্গী কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেসকে আক্রমণ করার পর রাহুল গান্ধির পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রাহুলের পক্ষ নিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বেশ করেছে রাহুল রায়বরেলিতে দাঁড়িয়েছে। ‘কেন রাহুল গান্ধি রায়বেরেলিতে দাঁড়াতে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে? বেশ করেছে, দু-জায়গায় দাঁড়িয়েছে। তাতে তোমার কী? তুমিও তো আগে দুই জায়গায় দাঁড়িয়েছ।’

আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহে ইতি !

অবশেষে স্বস্তির বার্তা হাওয়া অফিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গের জন্য স্বস্তির বার্তা দিল হাওয়া অফিস। আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহে ইতি ঘটবে। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে সোমবার থেকে। বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প ঢুকছে বলেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর ফলে তাপমাত্রাও বেশ খানিকটা কমবে। আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা অন্তত তিন থেকে চার ডিগ্রি কমবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা।

গত কয়েক দিনে সূর্যের তেজের দাপটে জ্বলেছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ। লাগাতার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রির বেশি। মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির গণ্ডিও ছাড়িয়ে গিয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ৫ তারিখ পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। তবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনায় শনিবার থেকে তাপপ্রবাহ হবে না।

হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে সমুদ্রে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে ৬ এবং ৭ মে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি হবে। দীর্ঘ দহন দিনের পর আবহাওয়া দপ্তরের এই পূর্বাভাসে আপাতত সোমবারের অপেক্ষায় বঙ্গবাসী। উত্তরবঙ্গে অবশ্য শনিবার থেকেই ঝড়বৃষ্টি হওয়ার কথা। বুধবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। দুই দিনাজপুর এবং মালদহে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

রাজভবনে ঢুকল পুলিশ, গঠন হয়েছে এসইটি

বিতর্কের মাঝেই কেরল গেলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুসন্ধানের জন্য রাজভবনে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ, এ রকম কোনও সরকারি নির্দেশ হাতে আসেনি লালবাজারের। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবারও অনুসন্ধানের জন্য রাজভবনে যাওয়া হয়েছিল। অনুসন্ধানের জন্য যা যা প্রয়োজন, সবই করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রমাণ জোগাড়েরও চেষ্টা চলছে।

লালবাজারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্তের জন্য বিশেষ অনুসন্ধানকারী দল (এসইটি) গঠন করা হয়েছে। নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। দলে মোট আট জন সদস্য। আইনি উপদেষ্টা দলের সঙ্গেও কথা বলেছে লালবাজার। পরবর্তী পদক্ষেপ সেই ভিত্তিতে করা হবে। অভিযোগকারিণীর সঙ্গে শুক্রবারও কথা বলেছে পুলিশ। অনুসন্ধানের জন্য কাদের সঙ্গে কথা বলা হবে, তাঁর তালিকাও তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে বিস্ফোরক সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সকালে ফের এই ইস্যুতে মুখ খুললেন তিনি। বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি। শ্লীলতাহানির অভিযোগকারীকে ইঙ্গিতে রাজনৈতিক দলের চর হিসেবে দাবি করে বললেন, ‘রাজভবনে রাজনৈতিক দলের আরও এক চর রয়েছেন।’ কিন্তু কে তিনি? তা খোলসা করেননি তিনি। কিন্তু রাজ্যপালের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল ওয়াকিবহলমহলে।

শ্লীলতাহানি বিতর্কের মাঝেই কেরল উড়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সকাল ১০ টা বেজে ৫০ মিনিট নাগাদ রওনা হন তিনি। বিতর্কের কারণেই আচমকা কেরল পাড়ি রাজ্যপালের, দাবি ওয়াকিবহল মহলের। যদিও রাজভবন সূত্রে খবর, এই সফর পূর্ব নির্ধারিত।

দক্ষিণ মালদায় বরকতের মানরক্ষার ভার ইশার ওপরেই

শুভাশিস বিশ্বাস

মালদা দক্ষিণের ভোটের রাজনীতিটা এখনও চলে সেই বরকত গনি খানকে ঘিরেই। বরকত গনি খান চৌধুরির প্রয়াণের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় যুগ। তবুও তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর নামেই ভোট হয়ে যায়। যে ট্র্যাডিশন এখনও ভাঙতে পারেনি কোনও রাজনৈতিক দল। বরকতের সাজানো বাগানে পঞ্চায়েত, পুরসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কিন্তু ঘাসফুল ভালোই ফুটেছে, সেই সঙ্গে ছিটেফোঁটা হলেও ফুটেছে পদ্মফুলও। কিন্তু লোকসভা ভোট এলেই চিত্রটা ফিরে যায় সেই পুরনো দিনেই। লোকসভা মানেই ‘দিল্লির ভোট’, এই বিষয়টি প্রচারে সামনে এনে প্রতিবারই সফল হন গনি ভক্তরা।

গনির নামেই বারবার ভোট করে কংগ্রেস। এই মিথের বিরুদ্ধে কোনও শক্তিই এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে এখনও সেই ‘গনি মিথ’ কার্যত অটুট রয়ে গিয়েছে। মালদা দক্ষিণ লোকসভা আসনে এবারেও কংগ্রেসের প্রার্থী গনি পরিবারের সদস্য। এটাই যেন ‘প্লাস পয়েন্ট’। কিন্তু দেশ-দশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার নিরিখে এবার কার কথা শুনবেন ভোটাররা এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে। বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে সত্যিই কি গনি মিথ চূর্ণ করে কংগ্রেসের বিজয় রথের চাকা থমকে দিতে পারবে তৃণমূল কিংবা বিজেপি? এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে সবথেকে বড় ইস্যু সংখ্যালঘু ভোটাররা। সঙ্গে নাগরিকপঞ্জি, সিএএ। বিভাজন ইস্যু আশার আলো দেখাচ্ছে তৃণমূলকে। আর এখানেই উঠছে আরও বড় একটা প্রশ্ন। সংখ্যালঘু ভোটের ভাগাভাগির জেরে কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে এবার পদ্ম ফুটবে কি না তা নিয়েই।

-বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Bandyopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Parimal Chandra Banerjee ও P. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২০১ নং এফিডেভিট বলে Sk Abdul Malek S/o. Abdul Mamud ও Abdul Malek Sekh S/o. A. S. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Anupam Singha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sasanka Sekhar Singha ও S. S. Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sourav Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Ghosh ও M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১০ নং এফিডেভিট বলে Kamal Ram Nagar S/o. Late Mohan Ram Nagar ও Kamal Nagar S/o. Late M. Nagar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Dey S/o. Banamali Dey ও Sanjay De, Sanjoy Dey S/o. Banamali De, Bonamali Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নবীন চন্দ্র ভক্ত পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ ভক্ত সাকিম তারকেশ্বর থানা রোড, ওয়ার্ড নং ৪, পোঃ ও থানা তারকেশ্বর, হুগলি, এর হরিপাল এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত দুইখানি দলিল যথা ৪৪৫৯/২০০৮ ও ৪৪৬০/২০০৮ নং, ২০.০৪.২০২৪ তারিখে তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে হারাইয়া গিয়াছে, যাহার দরুন আমার মক্কেল তারকেশ্বর থানায় ২৫.০৪.২০২৪ তারিখে ১৪৮৮ নং. জি.ডি. করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিল গুলি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিবস হইতে ৭ কার্য্যদিবসের মধ্যে ৯৩৮২০৮২৫০৫ নং মোবাইল এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করিবেন।

স্বপন কুমার রায়
অ্যাডভোকেট
F-983/1155 of 2024
চন্দননগর কোর্ট

নাম-পদবী

আমি পরিতোষ মোদক L.I.C পলিসিতে আমার নাম পরিতোষ বিশ্বাস আছে। ২/৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে পরিতোষ মোদক ও পরিতোষ বিশ্বাস (পিতা- ঁ অজিত মোদক) উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

আমি Ashis Biswas পিতা Shyama Charan Biswas নিবাস RA-256, Nabapally, Salt Lake, Kolkata-700098 নোটারি পাবলিক বিধাননগর, 24 Pgs(N) কোর্ট এর Affidavit দ্বারা Ashis Kumar Biswas নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 6584/08 Dated 02/05/2024. Ashis Biswas ও Ashis Kumar Biswas একই ব্যক্তি।

আমি, সঞ্জয় ঘোষ, পিতা শ্রী কমল কুমার ঘোষ, ঠিকানা - ১০/সি, পরমহংসদেব রোড, পোঃ - আলিপুর, থানা-চেতলা, কলকাতা - ৭০০০২৭। আমার পুত্র সাত্ত্বিক কুমার ঘোষের জন্ম তারিখ ভুলবশতঃ কিছু নথিতে ২৭/১২/২০০৮ এর জায়গায় ২৭/১২/২০০৬ হিসাবে নথিভুক্ত রয়েছে। গত ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল কোর্টের এভিডেভিট বলে প্রকৃত জন্ম তারিখ ২৭/১২/২০০৮ হিসাবে সর্বত্র গ্রাহ্য ও নথিভুক্ত হইল।

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, 1) শ্রী প্রভাত ঘোষ পিতা রবীন্দ্র ঘোষ সাং- সেনপুর, কামার ডিঙ্গিপাড়া, পো: কালিরহাট, থানা: কোতয়ালি, জেলা: নদীয়া, পিন- 741102, 2) শ্রী অশোক চক্রবর্তী পিতা কমলেশ চক্রবর্তী সাং দক্ষিন ভাতজাংলা, বকুলতলা, পো: ভাতজাংলা, থানা: কোতয়ালি, জেলা: নদীয়া, পিন- 741102। উভয়ে জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালির অধীন 119 নং সেনপুর মৌজায় সাবেক 1423 নং L.R 3547, 2376/1, 1020/1 নং খতিয়ান ভুক্ত L.R 133/273 নং দাগের 9.08 শতক বা 0.0908 একর এবং 131 নং দাগের 33 শতক বা 0.33 একর সম্পত্তি গত 04/01/2024 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 108/2024 নং একখানি আমোক্তারনামা দলিল বলে মুল মালিক 1) শ্রী আনন্দ নাগ ওরফে আনন্দ কুমার নাগ 2) শ্রী হরিদাস নাগ 3) শ্রী নিত্যানন্দ নাগ সর্বপিতা সুঁরেশ চন্দ্র নাগ সর্ব সাং শ্যামনগর পাড়া, সেনপুর, পো: কালিরহাট, থানা: কোতয়ালি, জেলা: নদীয়া, পিন-741102, মহাশয়গন দ্বারা আমোক্তারনামা নিযুক্ত হইয়াছি। অত্র সম্পত্তি চক দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি হইতেছে। উপরিউক্ত জমির হস্তান্তর বা বিক্রয় বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি বা মতামত থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত নম্বরে যোগাযোগ করবেন। M: 9593062096

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (SR DIVN) AT CHANDERNAGORE
Title Suit 580 of 2017

Plaintiffs: Bhaskar Deb & Ors.
Defedants: Lakhi Deb & Ors.

Summon/notiice to the Defedant No 5 Pragati Dutta, wife of Lt. Prabir Dutta of P-82, Bidyasagar Palli, Barisha, Sejuti Apartment, Po Barisha, Kolkata 700008.

Summon upon the above named Defendant of the above suit could not be served. As such, the Hon'ble Court directed the Plaintiffs to caused substituted service upon you. You are hereby directed to appear on 12/6/2024 either in person or through an Advocate otherwise the suit will proceed ex-parte against you.

By the order of the Court
Sandip Das
Court of Civil Judge, (Senior Division) Chandernagore, Hooghly

Chiraranjan Ghosh
Advocate

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা মে। ২১ শে বৈশাখ। শনি বার। একাদশী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি। যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পূজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : শনিবার। আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

তৃতীয় দফা নির্বাচনও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করাতে উদ্যোগী কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম দু'দফার ভোটের নজিরকে সামনে রেখে তৃতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়েছে। এরাজ্যে প্রথম দু-দফার ভোট ঘিরে বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। নেই বড় কোনও অভিযোগও। কমিশন চায় পরবর্তী দফাগুলিতেও এই ট্রেন্ড ধরে রাখতে।

আগামী ৭ মে তৃতীয় দফায় রাজ্যের চারটি আসনে। এগুলি হল- মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গীপুর এবং মুর্শিদাবাদে। কোন কোন এলাকায় অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথায় কত ফোর্স মোতায়েন করা হবে, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার এবং ফোর্স কো-অর্ডিনেটর বি কে শর্মাও।

সূত্রের খবর, এদিন মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে বাড়তি সতর্কতার কথা বার বার উঠে এসেছে বৈঠকে। কারণ, ভোট ঘোষণার পর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু এলাকায় গন্ডগোল হয়েছে। সেই সমস্ত এলাকায় কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও রক্তপাত কিংবা বোমাবাজির ঘটনা যাতে না ঘটে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিম থেকে কেন্দ্রীয়বাহিনী মোতায়েন সবটা যাতে ঠিকঠাক হয় তা দেখে নিতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গীপুর লোকসভা নিয়ে বাড়তি নজরদারি থাকবে কমিশনের। কমিশন চাইছে তৃতীয় দফাতেও যেন কোনও বড় অভিযোগ না ওঠে।

কমিশন সূত্রের খবর, তৃতীয় দফায় ৪ আসনের জন্য মোট ৩৩৪ কোম্পানি ফোর্স মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে ১৪৪ কোম্পানি। তৃতীয় দফায় শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। দুই আসনের জন্য ১৯০ কোম্পানি। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১১৪ কোম্পানি, জঙ্গীপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ৬৪ কোম্পানি ও কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১২ কোম্পানি ফোর্স থাকবে।

পুকুরে স্নান করতে নেমে মৃত্যু ৩ কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তিলজলা: পুকুরে স্নান করতে নেমে একসঙ্গে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল তিন কিশোরের। এই ঘটনা ঘটে তিলজলার চৌবাগা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার খবর পেয়ে পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু করতেই তলিয়ে যাওয়া তিন কিশোরকে খুঁজে পান তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার স্নান করতে নেমে যে তিন কিশোর তলিয়ে যান তাঁরা হলেন মহম্মদ ইমতিয়াজ (১৪), মহম্মদ হায়দেরিয়াল (১৫) এবং মহম্মদ সাহিল (১৬)। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই তিন কিশোরের কেউই সাঁতার জানত না। এরই পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চৌবাগা এলাকার ওই পুকুরে এ দিন বিকেলের দিকে স্নান করতে আসে ওই চার-পাঁচ জন কিশোর। প্রথমে পুকুরে নামে ওই পাঁচ কিশোরের মধ্যে একজন। সাঁতার না জানায় জলে ডুবতে থাকে সে। এরপরই তাকে বাঁচাতে বাকি দু'জন জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সাঁতার না জানায় তিনজনই পুকুরের জলে তলিয়ে যায়। তিন বন্ধুকে ডুবতে দেখে পাড়ে থাকা বাকি দুই কিশোর ছুটে গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইতে যায়। এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন পুকুরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তখনই বিপদ আন্দাজ করে তিলজলা থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবুরিরা।

তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষের জমিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও কৃষিকাজের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ সেচের জল নিশ্চিত করা গিয়েছে। এছাড়াও বোরো ধান চাষের জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার একরেরও বেশি জমিতে চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবারহ হয়েছে বলে সেচ দপ্তর জানিয়েছে। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীকে ভিত্তি করে যে সেচ ব্যবস্থা, তাতে বার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেটে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। ময়ূরাক্ষী সেচ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বোরো চাষের জন্য সেচের জল পৌঁছেছে ১৮ হাজার ৫৯০ একর জমিতে। কংসাবতীর ক্ষেত্রে সেচের জল পৌঁছেছে ৩৬ হাজার একর জমিতে। যার ফলে খরাপ্রবণ বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হুগলির দু'টি ব্লকে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। দামোদরকে কেন্দ্র করে যে সেচ ব্যবস্থা, সম্প্রতি তার আমূল সংস্কার করেছে রাজ্য।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের' মাধ্যমে অতিরিক্ত কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা খরচে পুরনো দামোদর প্রধান খাল-সহ ২,৩৫৪টি খাল সংস্কার, ১,৭৫০টি সেচ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ৪,৪০৩টি 'আউটলেট গেট' নির্মাণের কাজ হয়েছে। এর ফলে উত্তর বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া-সহ পাঁচ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা গিয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ৫০ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা ছিল। খাল সংস্কারের জেরে এবার জল সরবরাহ হয়েছে ৬২ হাজার ২৪২ একর জমিতে। সেচ ও ক্ষুদ্র সেচদপ্তর এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালিয়েছে।

দলটা চালায় প্রাইভেট এজেন্সি আই প্যাক, তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল দলটা চালায় প্রাইভেট এজেন্সি আই প্যাক। শুক্রবার সন্ধেয় নৈহাটির স্নো হোয়াইট মোড়ে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করে এভাবেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, তৃণমূল দলটা মিথ্যাবাদীদের দল। এই দলটাকে রাজনীতির লোক চালায় না। দলটা চালায় প্রাইভেট এজেন্সি আই প্যাক। উক্ত এজেন্সি শুধু ভুলভাল তথ্য দেয়। তাছাড়া মমতা ব্যানার্জি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও শুধু মিথ্যা কথা বলেন। প্রসঙ্গত, হালিশহর জেটিয়ার বালিভাড়ায় বিজেপির ফ্লেক্স-ব্যানার ছেঁড়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী বলেন, তৃণমূল যত ফ্লেক্স-ব্যানার ছিঁড়বে। তাদের ভোট ততই বাড়বে। খনির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনে এসে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, নৈহাটির মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন। নৈহাটিতে তৃণমূল বলে কিছু নেই। নৈহাটিতে তৃণমূল শেষ হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী নিজের বুথ জিতে দেখাক। তাঁর দাবি, এবারে দলীয় প্রার্থী ২০১৯ সালের জয়ের মার্জিনকে ছাপিয়ে যাবে। নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা রানা দাশগুপ্ত, সৌমদীপ মোদক প্রমুখ।

জেনেরিক ওষুধের সহজলভ্যতার অঙ্গীকারে পূর্ব ভারতে বিস্তার ঘটাচ্ছে দাওয়াইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাওয়াইন্ডিয়া , ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি জেনেরিক ওষুধের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলি (জোটা হেলথকেয়ার লিমিটেডের একটি ব্র্যান্ড), তাদের তরফ থেকে জেনেরিক ওষুধের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, দাওয়াইন্ডিয়া সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ গুণমান সম্পন্ন জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করে ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। ২০১৭ সাল এই সংস্থার তৈরি হওয়ার পর থেকে দাওয়াইন্ডিয়া জেনেরিক ফার্মেসি দেশে ৯০০-রও বেশি এর বেশি খুচরা বিপনি স্থাপন করেছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিও করা হচ্ছে। এবার দাওয়াইন্ডিয়ার লক্ষ্য পূর্ব ভারত। আর সেই কারণেই দাওয়াইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা জুড়ে তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

এই প্রসঙ্গে দাওয়াইন্ডিয়ার সিইও জানান যে, 'বর্তমানে দাওয়াইন্ডিয়া-র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৭৫-এরও বেশি আউটলেট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পরিবারের জন্য যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ মানের জেনেরিক ওষুধ এবং স্বাস্থ্য পণ্য সহজলভ্য করা যায়, তা নিশ্চিত করতেই চান।' সঙ্গে এও জানান, তাঁদের প্রচেষ্টা হল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা প্রদান করা এবং ডিপ পেনিট্রেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা, যা ভবিষ্যতে ১০ কোটি মানুষের জীবনকে স্পর্শ করবে। এর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ড. সুজিত পল গ্রুপ সিইও, জোটা হেলথকেয়োর; জেনেরিক ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করেন এবং ব্র্যান্ডেড ওষুধের সঙ্গে সেগুলির তুলনামূলক ভুল ধারণাগুলি দূর করেন।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগের প্রতিবাদে মিছিল করল মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সামিল হয়েছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ছবি: অদিতি সাহা

অক্ষয় তৃতীয়ায় ২০০ নতুন ডিজাইনে ব্যাঙ্গেল ফেস্টিভাল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষস্থানীয় গয়না খুচরা বিক্রেতা ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং ভারত জুড়ে ১৫৮টিরও বেশি স্টোর সহ, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস টানা চতুর্থ বছরের জন্য টিআরএর ব্র্যান্ড ট্রাস্ট রিপোর্ট ২০২৪-এ গয়না বিভাগে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এবার সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফ থেকে পয়াল বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মুহূর্তে নতুন ব্যাঙ্গেল ফেস্টিভাল এবং বিভিন্ন অফার নিয়ে এল। এই প্রসঙ্গে , সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর এমডি ও সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, ৬-৭ দিন আগের সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৫০ টাকা কমে যাওয়ায় অক্ষয় তৃতীয়া-র আগে গ্রাহকদের মধ্যে নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে সোনা কেনার। ভারতে এটি একটি শুভ মুহূর্ত সোনা কেনার। এই প্রসঙ্গে তিনি এও মনে করেন যে, এই শুভক্ষণে গ্রাহকরা ভারতীয় এই ঐতিহ্য বজায় রেখে সোনা কিনে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য আনতে চাইবেন।

মুর্শিদাবাদের ফলাফলের মেরু বদলে দিতে পারেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর...

কারণ, ২০১৯-এর লোকসভায় এই কেন্দ্র থেকে ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩৪৬ ভোট পেয়ে জয়ী হন তৃণমূলের আবু তাহের খান। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪১.৫৭ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ২০১৪ সালের নিরিখে ১৯.৫৬ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছিল তৃণমূল। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেসের আবু হেনা। তিনি পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯২৯ ভোট। প্রাপ্ত ভোটের হার ২৬ শতাংশ। অন্যদিকে, ৫.৭২ শতাংশ ভোট কমে কংগ্রেসের। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের পক্ষে পড়ে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৯ ভোট। বিজেপি তৃতীয় স্থানে থাকলেও ভোটের হার বেড়েছিল ৯.১৫ শতাংশ। বিজেপির এই ভোট বৃদ্ধি বুঝিয়ে দিয়েছিল ২০২৪-এ শাসকদলকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চলেছে বিজেপি।

তবে এটাও ঠিক তৃণমূল সরকারের তরফ থেকে দেওয়া 'লদীর ভান্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী', বার্ধক্যভাতা, পরিযায়ীদের জন্য পরিষেবা আর নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিরোধীদের পক্ষে বেশ কঠিন। অন্যদিকে, বেশ কিছু বাম-কংগ্রেস জোটের পঞ্চায়েত, রাজ্য সম্পাদকের জন্য গোটা সিপিএমের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ফ্যাক্টর তৃণমূলকে বেগ দেবে ঠিকই তবে তাতে বিরোধীদের সেফ সিট হয়ে যাবে না মুর্শিদাবাদ। বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষকে তিন নম্বরে রেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা যে হিসেব কষছেন তাতে সন্দেহের জায়গা তৈরি করছে বাম-কংগ্রেস জোটের একাংশ। কারণ, সিপিএমের হাতে মার খাওয়া কংগ্রেস কর্মীরা সেলিম সাহেবকে ঢেলে ভোট দেবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে জোটের অন্দরেই। সামগ্রিকভাবে যে চিত্র ধরা পড়ছে মুর্শিদাবাদ লোকসভায় তাতে রানিনগর ও ডোমকল কেন্দ্রে সিপিএম ভোট টানতে পারে। হাওয়া বলছে, একুশের ভোটের তুলনায় রানিনগরে তৃণমূলের লিড কমবে অনেকটা। বরং মমতা বাহিনীকে ডিভিডেন্ড দেবে মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, করিমপুর। জলঙ্গি এলাকাতে ছবিটা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এদিকে আবার নিয়ামত শেখ যেভাবে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন, সেখানে হরিহরপাড়ায় তৃণমূলের লিড নজরকাড়া হতেই পারে।

তবে শাসকদলের কাছে কাঁটা বাম-কংগ্রেস জোটপ্রার্থী মহম্মদ সেলিম। পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো পরিযায়ী প্রার্থী তিনি। প্রতি ভোটেই প্রায় কেন্দ্র বদল করেন। ২০১৯-এ রায়গঞ্জে ছিলেন। এবার মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছেন বেশ অঙ্ক কষে। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনে আবু তাহের খান এখানে জিতেছিলেন ২ লক্ষ ২৬ হাজার ভোটে। দ্বিতীয় ছিল কংগ্রেস, তৃতীয় স্থানে বিজেপি, আর চতুর্থ সিপিএম। সেলিম সাহেব অঙ্ক কষেছেন, কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট এক করতে পারলে অসুস্থ আবু তাহেরকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব। খোলা চোখে দেখতে গেলে অঙ্কটা হল, ২০১৯ সালে তাদের প্রাপ্ত ভোটের অঙ্ক একসঙ্গে করলে ভোট শতাংশ দাঁড়ায় ৩৮.৪৪-এ। তৃণমূলের সঙ্গে মাত্র ৩.১৩ শতাংশ ভোটের তফাৎ। তার উপর যদি সংখ্যালঘু ভোট একটু বেশি টানা যায় তাহলেই জয় পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তাঁর। তবে প্রশ্ন হল, এতকিছুর পরও ২ লক্ষ ২৬ হাজারের মার্জিন টপকে যাওয়া সম্ভব কি না তা নিয়ে। এদিকে আবু তাহের সাহেবের কিন্তু এলাকায় জনপ্রিয়তা আছে। সেটাও উপেক্ষা করা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এবার জোটের প্রার্থী জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত নাম, হেভিওয়েটে মহম্মদ সেলিম। বিজেপি এবং আইএসএফের অগ্রগতিও লক্ষণীয় মুর্শিদাবাদে। পাশাপাশি গোষ্ঠীকোন্দলে তৃণমূলের ভোট এবার ক্ষয়িষ্ণু। সব মিলিয়ে জটিল অঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে তৃণমূল এবং কংগ্রেস-সিপিএম জোটের জয় পরাজয়। তবে জনান্তিকে বলে রাখি, এবিপি-সি ভোটার তার সমীক্ষায় জানাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে সম্ভাব্য জয়ী আবু তাহের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ মে ২০২৪, ২১ বৈশাখ, শনিবার

বঙ্গ রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি বাম-কংগ্রেস, উত্তর দেবে ফল: বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে দুই মেরুর নির্বাচন হবে না এবার। সারা দেশেও বামপন্থীদের শক্তি বাড়বে। উত্তর ভারত, পূর্ব ভারতেও বাড়বে বামেদের শক্তি, যা অনেকেই ভাবতেও পারছেন না। একই ছবি দেখা যাবে বাংলাতেও, শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে মিট দ্য প্রেসে এমনটাই দাবি করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সঙ্গে শুক্রবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচার সভা প্রসঙ্গে বিমান বসু এও জানান, এখন মোদিকেও এ রাজ্যে এসে বামপন্থী এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম -কংগ্রেস শূন্য হলেও বঙ্গ রাজনীতিতে যে তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি এটাই তার বড় প্রমাণ।

এরই পাশাপাশি বর্ষীয়ান এই সিপিআই (এম) নেতা বলেন, তৃণমূল এবং বিজেপি ২০১১'র পর থেকে রাজ্যের যা হাল করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই দুই দল বিরোধী শক্তির এক সমাবেশ করার চেষ্টা করেছে। মূল লক্ষ্য হল, রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল রাজ্য রাজনীতিতেত এই মেরুকরণকে ভাঙার। সঙ্গে এও জানান, এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সব আসনে সমঝোতা করে ভোট লড়ছে বামপন্থীরা।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিদ্ধ করে বিমান বসু এও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী অমৃতকাল প্রচারে বলছেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। মাথাপিছু আয়ে ভারত ২০১৪-তে ১২০টি দেশের মধ্যে ৫৫ নম্বরে ছিল। এখন নেমে গিয়েছে ১১১ নম্বরে। ১ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ। আর নিচের তলার ৫৫ শতাংশের হাতে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। এরই প্রেক্ষিতে উদাহরণ টেনে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান এও জানান, 'মুখে রক্ত জমে থাকলে সারা দেহে যে প্রচুর রক্ত আছে তা কিন্তু বোঝায় না। বরং তা অসুখের এক ইঙ্গিত হতে পারে। ঠিক তেমনই এক শ্রেণির হাতে প্রচার পরিমাণে অর্থ থাকলে তাকে উন্নয়ন বলে না। উন্নয়ন করতে হলে সম্পদের বণ্টন দরকার। একইসঙ্গে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এদিন এও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এ রাজ্যে তৃণমূলের ইস্তেহারেও মিথ্যার ঝুলি। আরএসএস পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে হটাতে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল করেছিল। ওদেরই পরিকল্পনা, পরামর্শে তৃণমূল তৈরি হয়েছে। আরএসএস হল তৃণমূলের দাঁই-মা।' ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বিমান বসুর সাবধানবাণী, 'মোদি ফের সরকার গড়লে সংবিধান বদলানো হবে। বিজেপি সমাজে বিভাজন করছেন ভোট পাওয়ার জন্য।'

শুধু বিজেপি-ই নয়, একইসঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান এদিন আক্রমণ করেন তৃণমূলকেও। বলেন, 'তৃণমূল যে মিথ্যা প্রচার করছে তা প্রাক্তন মুখ পাত্র কুণাল ঘোষের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি এখন বলছেন যে, ২০২১'র আগে চাকরি দুর্নীতি সম্পর্কে দল সব জানত। তাই তখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হয়েছিল। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনি এই দুর্নীতির বিষয়ে জানতেন না।' আর এখানেই বিমান বসুর প্রশ্ন, তাহলে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে সুপারনিউমারিক পদ তৈরি করা হল কেন তা নিয়েই। আদতে এই সুপার নিউমারিক পদ দিয়ে অযোগ্যদের চাকরি রাখার জন্য এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আর মুখ্যমন্ত্রী এখন গঙ্গার জলে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন। একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'চাকরি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সন্দেশখালিতে জমি কেড়ে নিয়ে ভেড়ি করেছে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে একটি ভোটও নয়।' সঙ্গে বিমান বসু এও বলেন, 'তৃণমূল বিভাজনের রাজনীতিও করে চলেছে। ভাষার ভিত্তিতে বিভাজনও করে।' এরই পাশাপাশি তাপপ্রবাহ এবং তীব্র গরমের প্রসঙ্গে বিমান বসু কটাক্ষের সুরে বলেন, 'গরম পড়ছে সমানে জঙ্গল সাফ করা, গাছ কাটার জন্য। তোলাবাজিতে শিল্প উঠে গিয়েছে।'

যোগ্য প্রার্থীদের পাশে কমিশন থাকবে, জানালেন এসএসসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'যোগ্য প্রার্থীদের পাশে অবশ্যই কমিশন থাকবে। সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি বিচারাধীন। সর্বোচ্চ আদালতে জানাব যে এই তালিকা থেকে যোগ্য অযোগ্য বিভাজন করা সম্ভব। আমরা যেমন অযোগ্যদের একটা তালিকা আদালতে দিয়েছিলাম স্পেশ্যাল বেঞ্চের কাছে তেমনই বিতর্কিতদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে দেব। যাঁরা দোষী নন, তাঁদের পাশে দাঁড়াব। এই বাছাই সম্ভব।' শুক্রবার এমনটাই জানালেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। এদিকে এই মামলাটি আপাতত সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে। অর্থাৎ, এখন সুপ্রিম কোর্টের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্য এই বিভাজন স্পষ্ট করা যে সম্ভব তার ইঙ্গিত দিতে শোনা গেল এসএসসি চেয়ারম্যানের কণ্ঠে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, শুক্রবারই রাজ্যে একটি জনসভা থেকে উল্লেখ যোগ্য বার্তা দেন নরেন্দ্র মোদি। মোদি বলেছেন, 'শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে তাতে যাঁরা পীড়িত তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়েছে। যাঁদের চাকরি গিয়েছে তাঁদের মধ্যে কিছু সৎ রয়েছেন। আর এই নির্দোষদের জন্য দলীয় তরফে আমরা ব্যবস্থা করছি। রাজ্য সভাপতিকে বলেছি কী ভাবে সৎদের সাহায্য করা যায় সেই বিষয়টি দেখতে। আমি বলেছি, প্রদেশ স্তরে একটি লিগ্যাল সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম খোলার জন্য। সেখানে যাঁরা সৎ এবং সমস্যায় পড়েছেন তাঁদের ন্যায় পেতে সাহায্য করা হবে।' মোদির এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীর। ২০১৬ সালের প্যানেলের নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ এবং গ্রুপ সি এবং ডি-এর যাবতীয় নিয়োগ বাতিল করা হয়। এরপর গত ২৫ এপ্রিল এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার দাবি করেছিলেন, প্রায় ৫ হাজার ৩০০ জনের মতো অযোগ্য তথ্য জমা দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে বাকিরা যে যোগ্য, সেই কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলেননি তিনি। সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবু এও বলেছিলেন, 'আপাতত যে তথ্য রয়েছে সেই অনুসারে এরা যোগ্য। আগামীতে যে তথ্য আসবে সেই তথ্য অনুযায়ী জানাব। এর বাইরে বাকি প্রায় ১৯ হাজারকে এভাবে সার্টিফায়েড করা সম্ভব না।'

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য এবং এসএসসি। আগামী সোমবার মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেয় এখন সব নজর সেই দিকে।

অপ্রিয় সত্য বলায় খুন হতে পারেন কুণাল, ধারণা অধীররঞ্জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুণাল সত্যি বলতে শুরু করেছেন, যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো লাগছে না। আর সেই কারণেই কুণাল ঘোষ খুন হয়ে যেতে পারেন। আশঙ্কা করছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শুক্রবার এমনটাই জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের মুখপাত্রের পদে আর নেই কুণাল। এর কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদও হারিয়েছেন। এরপর লোকসভা নির্বাচনী আবহে এক রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা যায় কুণালকে। শুধু তাই নয়, দক্ষ রাজনীতিক হিসেবে দরাজ 'সার্টিফিকেটও' দেন তাপস রায়কে। অন্যদিকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে ছিলেন কুণাল। এমনই এক প্রেক্ষাপটে কুণালের এই মন্তব্যকে ভালোভাবে নেয়নি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে, এই ঘটনার জরেই সম্ভবত অপসারণ করা হয়েছে কুণালকে। এ নিয়ে চাপানউতোর চললেও তৃণমূলের দাবি, কুণালের মন্তব্য তাঁর নিজস্ব। দলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন মনে করেন, 'কুণাল ঘোষ এখন সোজা কথা বলতে শুরু করেছে। দিদির গায়ে ঝাল লাগছে। ভালো লাগছে না। কুণাল ঘোষকে কদিন পর জেলে ভরে দেবে। খুনও করে দিতে পারে। মিথ্যা কেসে জেলও হতে পারে।'

অধীরের এই মন্তব্য নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

এদিকে অপসারণ নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই কর্মী সমর্থকদের পাশে পেয়ে আবেগতাড়িতও হয়ে পড়েন কুণাল।

বলেন, 'পদ নয় পথে আছি। তৃণমূলের কর্মী ছিলাম, থাকব। আজ না হয় কাল মমতাদি-অভিষেক বুঝবেন, অনুধাবন করবেন। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দলটা চালিয়ে যাব। কিছু সময় পরেই আবার তার মুখে শোনা যায় অভিষেক-মমতার নামও। কুণালকে অকপটে বলতেও শোনা যায়, 'আমি বিশ্বাস করি, যে ব্যবস্থাটাই হোক বা যে চিঠিই দেওয়া হোক তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে তাঁদের সম্মতিতে, অনুমোদনে বা নির্দেশে হয়েছে।'

অসুস্থ অভিনেত্রী চিত্রা সেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী চিত্রা সেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে গিয়েছিলেন চিত্রা সেনের নাতি অভিনেতা ঋদ্ধি সেন ও পুত্র বধূ অভিনেত্রী রেশমি সেন। পরে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছন কৌশিক সেন।

মায়ের শারীরিক অবস্থার সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে অভিনেতা কৌশিক সেন জানিয়েছেন, সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। গরমের মধ্যে হতেই পারে এটা। ভয়ের কিছু নেই এটাই সবচেয়ে ভালো খবর।

অভিনেত্রী চিত্রা সেনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে রেশমি সেন জানান, ইসিজি, ইকো সব পরীক্ষাই করা হয়েছে। সব রিপোর্টই ঠিক আছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, ভয়ের তেমন কিছু নেই। আসলে মায়ের তো অনেক বয়স হয়েছে। ৮৫ পেরিয়েছে। কখনও হয়তো কোমরে

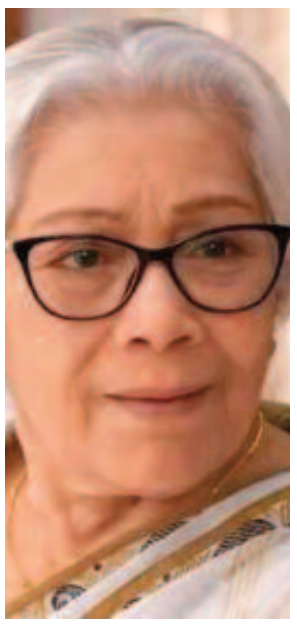

ব্যাথা, কখনও আবার স্নায়ুর সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তার উপর এত গরম!

কুণাল পদ খোয়াতেই আক্রমণ পার্থর, কড়া জবাব প্রাক্তন তৃণমূল মুখপাত্রেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুযোগ বুঝে বাগে পেয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত কুণালকে একহাত নিয়েছেন জেলবন্দি তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেলবন্দি পার্থ অবশ্য এতদিন চুপ থাকার পর অবশেষে মুখ খুলেছেন। কারণ, পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে নানা ইস্যুতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে খোঁচা দিতে দেখা গেছে কুণাল ঘোষকে। কখনও বলেছেন, 'ক্ষমাহীন অপরাধের' কথা। কিছুদিন আগে এসএসসি মামলার রায়ের পর বলেছিলেন, পার্থদের 'পাপের ফল' ভুগতে হচ্ছে দলকে। কুণাল ঘোষ প্রসঙ্গে জেলবন্দি পার্থ শুক্রবার বলেই ফেলেন, 'কুণাল ঘোষকে অনেক আগেই দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সে যা ক্ষতি করছে, বিরোধী দল এত ক্ষতি করেনি। জেলে এসে জানলাম, কত হিনিয়াস অ্যাক্টিভিটি করেছে কুণাল।'

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থর 'বান্ধবী' অর্পিতার বাড়ি থেকে গাদা গাদা নোটের পাহাড় উদ্ধার হয়েছিল। তারপরই অর্পিতা ও পার্থকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে পার্থ গ্রেপ্তার হতেই, তাঁকে অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব ও দলীয় পদ থেকে সরানোর পক্ষে সওয়াল করেন কুণাল ঘোষ। পরে দলের তরফেও সেই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই কুণাল ঘোষকেই দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়েছে। কুণালকে ঘিরে যখন রাজ্য রাজনীতিতে এই বিতর্ক শুরু হয়েছে, তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন পার্থও।

এদিকে পার্থকেও ছাড়তে রজি নন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত কুণাল। এবার কুণাল পাল্টা প্রশ্ন তুলে দিলেন, জেল থেকেই পার্থ কারও কারও কাছে খবর পাঠিয়ে কান ভাঙানোর চেষ্টা করছেন কি না তা নিয়েই। কুণাল বলেন, 'যার বান্ধবীর বাড়িতে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যায়, তিনি আমাকে শত্রু বলে মনে করেন। এটা আমার বড় ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট।' এরই পাশাপাশি কুণালের সংযোজন, 'পার্থদা জেল থেকেই কাউকে কাউকে খবর পাঠিয়ে এই ধরনের কাজ করাচ্ছেন কি না, সেটাও তাহলে আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে।' একইসঙ্গে কুণাল এও বলেন, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমার সমালোচনা করছেন। তিনি আমাকে শত্রু বলে মনে করেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন কুৎসিত ঘৃণ্য তোলাবাজ অপরাধী, দল ও সরকারি পদের অপব্যবহার করে যোগ্যদের চাকরি বেচে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন। এই কেলেঙ্কারির অন্যতম কিংপিন। তিনি মাস্টারমাইন্ড। তিনিই বলছেন, আমি শত্রু। দলের মধ্যে আমি তাঁর শত্রু ছিলাম। তিনি আমাকে খারাপ চোখে দেখেন। এটা তো আমার সততা, স্বচ্ছতা ও সঠিক অবস্থানই প্রমাণিত হচ্ছে।'

হোর্ডিং-ব্যানার থেকে বিজেপি প্রার্থীর মুখের ছবি কেটে ফেলার অভিযোগ হালিশহর জেটিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে হালিশহর জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিভাড়া ঘটিপাড়া মোড় সন্নিহিতি এলাকায় হোর্ডিং-ব্যানার লাগানো হয়েছিল। শুক্রবার সকালে বিজেপি কর্মীরা দেখেন হোর্ডিং-ব্যানার থেকে প্রার্থীর মুখের ছবি ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় হালদারের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূলিরা দলীয় প্রার্থীর মুখের ছবি ব্লেড দিয়ে কেটে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছে। বিজয় বাবুর অভিযোগ, বালিভাড়া এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে তৃণমূলের লোকজন এসব করছে। তাঁর দাবি, মানুষ এখন বিজেপির সঙ্গে। মানুষ ভোটবাক্সে এর জবাব দেবে। অপরদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান উর্মিলা মণ্ডল বলেন, তৃণমূল হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক, এই ধরনের কাজের সঙ্গে কারা যুক্ত।

বাংলার মা-বোনদের সম্মানকে কলুষিত করছেন মমতা ব্যানার্জি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। অভিযোগকারিণী নিজেকে রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী বলে দাবি করেছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজ্যপাল স্বয়ং। শুক্রবার হালিশহরে ভোটের প্রচারে এসে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বাংলার মা-বোনদের সম্মানকে কলুষিত করছেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর প্রতিক্রিয়া, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলার সংস্কৃতিকে নষ্ট করছেন। উনি পুলিশমন্ত্রী হয়ে পুলিশকে অপব্যবহার করছেন। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধেও

শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অভিযোগ ধোপে টেকেনি।

তাঁর কথায়, সন্দেশখালিতে তৃণমূলের লোকজন রাত ১২ টায় লক্ষ্মী ভাণ্ডারের নাম করে মহিলাদের ডেকে অপমান করেছেন। এখন সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালকে-ও অপমানিত করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, সরকার টিকিয়ে রাখতে বাংলার রাজনীতিকে নোংরামির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, বাংলাকে বাঁচাতে ৩৫৫ ধারা লাগু করে নির্বাচন করানো উচিত।

রাজভবনের তোলা অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব রাজ্যের নারীকল্যাণ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের এত দৈন্যদশা আসেনি যে রাজ্যপালকে কলঙ্কিত করে ভোটে জিততে হবে। শুক্রবার নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এভাবেই রাজভবনের তোলা অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের নারী শিশু এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা।

শুক্রবার বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। সেখানেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, আজ আমরা কীসের সম্মুখীন হচ্ছি? যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তিনি এই রাজ্যের রাজ্যপাল। আর যিনি অভিযোগ করছেন তিনি রাজ্যপালের তৈরি করা পিস রুমের একজন অস্থায়ী মহিলা কর্মী। একবার নয়, দুই দুই বার তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন করেছেন রাজ্যপাল। একজন মহিলা অস্থায়ী কর্মী চেয়েছিলেন তাঁর চাকরি স্থায়ী হোক। তার বদলে এ ধরনের ঘটনা সামনে আসায় আমরা স্তম্ভিত।

শশী পাঁজা আরও বলেন, রাজ্যপালের পদটি অত্যন্ত গরিমাপূর্ণ। তাঁর পদের একটা মর্যাদা রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ ওঠা রাজভবনের প্রতি মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দিতে পারে। রাজ্যপাল এই ঘটনাকে অস্বীকার করায় তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন শশী পাঁজা বলেন, আপনি সন্দেশখালি গিয়েছিলেন। সেখানে আপনি বলেছিলেন, নারীর অসম্মান করা যায় না। আপনি যাঁদের অভিযোগ শুনেছিলেন, তাঁরা কি জানেন আপনার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে? ওই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে

আরও কয়েকটি নাম বলেছেন। আমি সেই নামগুলোতে যেতে চাই না। অর্থাৎ যিনি পিস রুম খুলেছিলেন, ওয়ার রুম খুলেছিলেন - তিনি এই বিষয়টি অস্বীকার করতে গিয়ে বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নাকি কোনও ষড়যন্ত্র আছে। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে।

শশী পাঁজা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও উদ্দেশ্য নেই। আপনি এই ধরনের কথাগুলি বলে ওই মহিলাকে আরও তাচ্ছিল্য করছেন। আমি মনে করি না রাজভবনের ভিতরে কোনও মহিলার অভিযোগ আর রাজভবনের বাইরে কোনও মহিলার এ ধরনের অভিযোগের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। দেশের আইন কোনওভাবেই দুটো ঘটনাকে আলাদা করে দেখতে পারে না। দুটোই গর্হিত অপরাধ।

ভোটে অঘটন এড়াতে বাড়ছে বাহিনীর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চতুর্থ দফা থেকে আরও বেশি আসনে ভোট। সেদিকে খেয়াল থেকে বাড়ানো হচ্ছে বাহিনীর সংখ্যাও। পঞ্চম দফায় ৭ আসনের ভোটে ৭৫০ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। চতুর্থ দফাতেই ৫৯৬ কোম্পানি বেড়ে হচ্ছে ৭৫০ কোম্পানি বাহিনী। কৃষ্ণনগরে কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি থাকছে ১২টি। জঙ্গিপুরে থাকছে ৬৪, মালদা. ১৪৩, মুর্শিদাবাদে ১৪৩। চতুর্থ দফায় থাকছে ৫৯৬ বাহিনী। এর মধ্যে ৫৭৮ কোম্পানি ব্যবহার করা হবে। তবে কুইক রেসপন্স টিম থাকছে ১৪৮, যা দ্বিতীয় দফার থেকে অনেকটাই কম। জেলাশাসক, পুলিশসুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও অঘটন না হয়। অন্যদিকে পঞ্চম দফায় সাত আসনের ভোটে আসছে ৭৫০ কোম্পানি বাহিনী। তিন থেকে পাঁচ বুথ বিশিষ্ট কেন্দ্রে ন্যূনতম ১২ জন জওয়ান পাহারায় থাকবেন। পাঁচের বেশি বুথ যেখানে, সেখানে ন্যূনতম ১৮ জন জওয়ান মোতায়েন থাকবে বুথের পাহারায়। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় থাকবে ৬৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় থাকবে ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মালদায় থাকবে ১৪৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মুর্শিদাবাদে থাকবে ১১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সম্পাদকীয়

রোগ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু পরীক্ষানির্ভর হলে গরীবের কাছে চিকিৎসা সমস্যা মনে হবে না

চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ বুঝতে গেলে রোগীকেও বুঝতে হয়। রোগীর কথা শুনতে হয়। রোগীর সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন চিকিৎসক। এ ভাবেই তৈরি হয় রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে একটি আত্মিক বন্ধন, যা রোগীকে ভরসা জোগায়, মানসিক ভাবে চাঙ্গা করে তোলে। বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসকের 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' বা 'ডাক্তারি চোখ' কাজ করে না, পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের জন্য যে সময় প্রয়োজন, তা তাঁরা দিতে পারেন না। কারণ, তখনই হয়তো অন্য চেম্বারে ছুটতে হবে, অথবা দ্রুত সব রোগী দেখে বাড়ি ফিরতে হবে। আবার চিকিৎসকের মনেও উদ্বেগ কাজ করে; সামনে চিকিৎসাপ্রার্থী যে মানুষটিকে অতি ভদ্র ও বিনয়ী মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বা অভিজ্ঞতার জোরে রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে ভুল হলে তিনিই আইনি সমস্যায় ফেলবেন না তো? কিংবা দলবল নিয়ে এসে শারীরিক ও মানসিক ভাবে হেনস্থা করবেন না তো? তাই পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন অনেক চিকিৎসক। তাতে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে। আসল কথা, রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্কের বন্ধন ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। এ এক জটিল সমস্যা। যখন কেউ ডাক্তারি পড়তে আসেন, তখন অধিকাংশ শিক্ষকই দরদ দিয়ে ভাল ভাবে শেখান। সব শিক্ষার্থী যে সমান মানসিকতা নিয়ে শিখবেন, বা শিখলেও তাঁর অধীত বিদ্যা হৃদয় দিয়ে প্রয়োগ করবেন, এমন আশা করা যেন 'বাড়াবাড়ি' বলে মনে হয় এখন। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিশ্চয়ই করাতে হবে, তবে তা হবে অতি সীমিত ও একান্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার রোগী দেখে প্রাথমিক ভাবে রোগ নির্ণয় করেছেন (প্রভিশনাল ডায়াগনসিস), চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (কনফার্মড ডায়াগনিস) নেওয়ার জন্য সামান্য কিছু পরীক্ষা করলেই হয়। তা হলে দরিদ্রের কাছে চিকিৎসা আর একটা সমস্যা মনে হবে না। সে রকম দিন যদি আবার আসে, তখন আবার ডাক্তার-রোগী সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভরসা ফিরবে। সর্বোপরি যে কোনও পেশার মানুষকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের দেশটা উন্নতিকামী, উন্নতশীল নয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪৯ *বিশিষ্ট কবি ও অঙ্কনশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যাম পিত্রোদার জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টিনু আনন্দের জন্মদিন।*

মশা বাহিত ডেঙ্গু প্রতিরোধে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ও ভ্যাকসিন

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

ডেঙ্গু আমাদের খুব পরিচিত মশা বাহিত এক ধরনের ভাইরাস জনিত রোগ যা 'ব্রেকবোন ফিভার' নামেও পরিচিত। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ও রাজ্যেও তা ভীষনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রায় প্রতি বছরেই ক্রমশ বাড়ছে ও প্রানহানি হয়। বাস্তবিক অর্থে তা আতংকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইরাসটি সংক্রামিত স্ত্রী এডিস মশা কামড়ালে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়।এটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে বেশি দেখা যায়।

ডেঙ্গুর সাধারন উপসর্গ হল অত্যাধিক জ্বর, মাথা ও গা-হাত -পা ব্যাথা, বমি বমি ভাব, শরীরের রক্ত জমে গিয়ে ফুসকুড়ি দেখা যায়। ডেঙ্গুর এমনিতে নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। রোগ ছড়ানো মশা নিয়ন্ত্রন করাও খুব চ্যালেঞ্জিং।

ডেঙ্গু বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। একটা রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত বছরের অক্টোবরের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল,অথচ ২০০০ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষের মত। তাছাড়া এখন তা দক্ষিণ ইউরোপ সহ সারা বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে নেই। গত বছরের শেষের দিকে শিকাগো ইলিনয়েতে অনুষ্ঠিত আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের এক বার্ষিক সভায় গবেষকেরা এই রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন, অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ও মশা নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অ্যাডম ওয়াইকম্যান নিউইয়র্কের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী, উনি বলেছেন যে ভাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে তাতে কার্যকর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রনের জন্য বহুস্তরীয় পদক্ষেপ দরকার।

আগেই বলা বয়েছে ডেঙ্গু আসলে একটি ভাইরাসজনিত রোগ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম DENV ভাইরাস। আসলে ডেঙ্গু ভাইরাস চারটি স্বতন্ত্র সাব টাইপ বা সেরোটাইপ দ্বারা সৃষ্ট, তাহল DENV-1, DENV-2, DENV-3 ও DENV-4। এই রোগের ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হল এই চারটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা ভাবে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা। নিউইয়র্কের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক টিমেথি এন্ডি বলেছেন 'নিঁখুত ডেঙ্গু ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বিভিন্ন সেরোটাইপের বিরুদ্ধে ৯০ শতাংশ হতে হবে এবং যাদের আগে ডেঙ্গু সংক্রমন হয়েছে বা যাদের নেই তাদের জন্যও একই স্তরের কার্যকারিতা হতে হবে, যদিও আমরা এখনও যেখানে পৌঁছতে পারিনি। এখনও পর্যন্ত দুটি ডেঙ্গু ভ্যাকসিনের নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পেয়েছে,ত ার প্রথমটি হলো প্যারিসের স্যানোফি দ্বারা ডেঙ্গভ্যাকসিয়া। উপসর্গযুক্ত ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে এর সামগ্রিক কার্যকারিতার হার ৬০ শতাংশ, কিন্তু এটি কেবলমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করা হয় যাদের আগে ডেঙ্গু সংক্রমন হয়েছে। তার কারন হলো যারা আগে কখনও এই সংক্রমিত হয়নি আসলে তাদের মধ্যে ভ্যাকসিন অ্যান্টিবডি -নির্ভর বর্ধনকারী একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমনের পরে গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। আরেকটি ভ্যাকসিন হল জাপানের ওসাকাতে তাকেদা দ্বারা তৈরি ওডেঙ্গা ভ্যাকসিন। এখনও পর্যন্ত এটি মানুষের জন্য নিরাপদ ভ্যাকসিন বলে প্রমানিত ও লক্ষনীয় যে DENV-2 এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক কার্যকারিতার হার ৭৩ শতাংশ,তবে DENV-3 এর ক্ষেত্রে এটি কম কার্যকারিতা দেখিয়েছে এবং DENV-é4 এর ফলাফল অনিশ্চিত রয়েছে।

আরেকটি তৃতীয় ভ্যাকসিন হল TV003, বেথেসভা, মেরিল্যান্ডে মার্কিন জাতীয় অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ নামক একটি সংস্থা দ্বারা যা তৈরি হয়েছে। এখন এটি ব্রাজিলের সাও পাওলাতে বুটান্টন ইনস্টিউট দ্বারা পরিচালিত ১৬০০০ এরও বেশি লোকের উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। একটি তথ্য থেকে জানা যায় এর কার্যকারিতার হার ৮০ শতাংশের উপর। ব্রাজিলের একজন গবেষক জানিয়েছেন এটি এখনও অত্যন্ত নিরাপদ বলে প্রমানিত হয়েছে, কেননা পরীক্ষিত লোকেদের অর্ধেকই আগে কখনো ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়নি। এই ভ্যাকসিনটি এমন লোকেদের জন্য উপযোগী হতে পারে যারা স্থানীয় দেশে বাস করে বা এমনকি ভ্রমনকারী লোকেদের ক্ষেত্রেও।

ডেঙ্গু বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। একটা রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত বছরের অক্টোবরের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল,অথচ ২০০০ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষের মত। তাছাড়া এখন তা দক্ষিণ ইউরোপ সহ সারা বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে নেই। গত বছরের শেষের দিকে শিকাগো ইলিনয়েতে অনুষ্ঠিত আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের এক বার্ষিক সভায় গবেষকেরা এই রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন,অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ও মশা নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অ্যাডম ওয়াইকম্যান নিউইয়র্কের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী,উনি বলেছেন যে ভাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে তাতে কার্যকর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রনের জন্য বহুস্তরীয় পদক্ষেপ দরকার।

প্রতিরোধক পিল

এবার আসা যাক ডেঙ্গু প্রতিরোধক পিলের কথায়। এতদিন পর্যন্ত ডেঙ্গু প্রতিরোধক কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার কথা জানা ছিল না। ২০২৩ সালের গত সেপ্টম্বর মাসে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত সভায় বেলজিয়ামের রিয়ার্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি জ্যানসেন JNJ802 নামক একটি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের কথা বলেছেন যা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সক্ষম ও তা পিল বা বড়ি আকারে পাওয়া যাবে। জানা গেছে এইসব পরিসংখ্যান এমন মানুষের উপর প্রয়োগ করা ট্রায়াল থেকে পাওয়া যেসকল স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছায় ডেঙ্গু পরজীবির সংস্পর্শে এসেছেন। গবেষকেরা স্বেচ্ছাসেবীদের উপর ২৬ দিনের জন্য অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের দৈনিক মাত্রা প্রয়োগ করেছেন। চিকিৎসার পাঁচদিনের দিন অংশগ্রহনকারীদের ডেঙ্গু ভাইরাস ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল।

অংশগ্রহনকারী দশজনের মধ্যে ছয়জন ওষুধের উচ্চ মাত্রা গ্রহন করেছিলেন,দেখা গেছে পুরো ট্রায়াল চলাকালীন তাদের রক্তে কোন শনাক্তযোগ্য ভাইরাস ছিল না,যেখানে ইনজেকশন গ্রহনের পাঁচ দিন পরে প্লাসিবো প্রাপকদের সকলেরই শনাক্তযোগ্য ভাইরাসের মাত্রা ছিল।বেশিরভাগ গ্রহনকারী যারা JNJ802 পিলের কম বা মাঝারি মাত্রার ডোজ পেয়েছিলেন তাদের কোন সময়ে শনাক্তযোগ্য ভাইরাসের মাত্রা ছিল , তবে প্লাসিবো গ্রুপের চেয়ে একদিন বা তার বেশি পরে।

গবেষকরা বলেছেন সমস্ত ডেঙ্গুর সেরোটাইপগুলির সাথে প্রাকৃতিক সংক্রমনের বিরুদ্ধে JNJ802 পিলের কার্যকারিতা তাৎপর্যপূর্ন। তবে যেখানে রোগটি স্থানীয় সেখানে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য দৈনিক বড়ি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে কারন তা অনেক দেশের পক্ষে খুব ব্যায়বহুল হতে পারে। যাহোক এই ওষুধটি এমন লোকেদের জন্য উপযোগী হতে পারে যেখানে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাইরাস বাহক মশা নিয়ন্ত্রনের নূতন কৌশল

সাধারনত ডেঙ্গু বাহী মশা নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু কীটনাশকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা খুব একটা কার্যকরী হয় না ও পরিবেশ দূষিত করে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের একটি সংস্থার বিজ্ঞানী ও সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞ ক্যামেরন বলেন এটা ঘটনা ডেঙ্গু বাহী এডিস মশা নিয়ন্ত্রন ও তা থেকে পরিত্রান পাওয়া খুব কঠিন।তারা ডেঙ্গু বাহী মশা নিয়ন্ত্রনের একটি কৌশলের কথা জানিয়েছেন ও তা নিয়ে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন।সংস্থাটি Wolbachia নামক ব্যকটেরিয়া দ্বারা ডেঙ্গুবাহী মশাদের সংক্রামিত করেন ও সেইসব মশার মধ্যে Wolbachia ব্যকটেরিয়া ডেঙ্গু ও জিকার মত ভাইরাসের সাথে লড়াই করে তাদের নিস্ক্রিয় করে, যার ফলে সেইসব মশা থেকে ডেঙ্গু রোগের সংক্রমনের সম্ভবনা কম হয়। একটি তথ্য থেকে দেখা গেছে এই কৌশল গ্রহন করে কলম্বিয়া শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ শতকরা ৯৪ থেকে ৯৭ কম দেখা হয়েছে। ভাইরাস বাহক মশা নিয়ন্ত্রনের এই কৌশল এক নূতন দিশা দেখা দিচ্ছে তার সাথে কীটনাশকের ব্যবহারও কম হবে। পরিশেষে বলা যায় ডেঙ্গুর নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিরোধক ভ্যাকসিন ও পিল ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সুসংহত গবেষনা চলছে তা সার্থক রুপায়ন ও যথাযথ প্রয়োগ হলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ অদুর ভবিষ্যতে অনেকটাই সহজ হবে।

'তালগুড়' ফেরিতে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বাগনানের গোপাল কাঁড়ার

দীপংকর মান্না

চৈত্র মাসের দশ তারিখ এলেই গোপালের মুখে হাসি ফোটে। এই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ ডিগ্রি তাপেও গোপালের মুখে লেগে থাকে হাসি।তবে আষাঢ় এলেই গোপালের হাসি হয়ে যায় বাসি। আসলে গোপাল তালগুড় ফেরি করে। চৈত্র মাসের দশ তারিখ থেকে তালগাছ থেকে পাওয়া যায় তালরস। এই রস পাওয়া যায় আষাঢ় মাস পর্যন্ত।তালরস ফুটিয়ে তৈরি হয় তালগুড়। তাই চৈত্র মাসের দশ তারিখ এলেই গোপালের মুখে হাসি দেখা যায়।

চৌষট্টির গোপাল কাঁড়ার। পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন কাঁড়ার। বাড়ি হরিহরপুর গ্রাম। বাগনান থানার এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে রূপসী রূপনারায়ণ।

এই বয়সেও গোপাল বেশ টগবগে। ভোর হলেই গোপাল সাইকেলে হাঁড়ি বেঁধে, টাটকা তালগুড় নিয়ে পাড়ি দেয় গ্রামের পর গ্রাম। প্রতিদিন পঁচিশ ত্রিশ কিমি পাড়ি দিলে, তবেই বিক্রি হয় হাঁড়িতে থাকা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কেজির তালগুড়। শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, জয়পুর, উদয়নারায়ণপুর ও জগৎবল্লভপুরের নানা গ্রাম গোপালের নখদর্পণ। এটাই গোপালের রোজনামচা। এই চরম গরমেও ছেদ পড়েনি গোপালের তালগুড় ফেরিতে। অবাক কান্ড! গ্রামে গ্রামে এই তালগুড় ফেরিতে গোপাল কাঁড়ার এবছর হাফ সেঞ্চুরি করেছেন।

গোপালের তালগুড় ফেরির হাতেখড়ি মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই। শুরুর দিকে গোপাল মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে তালগুড়। সে ছিল খুব কষ্টের কাজ। ছেলের কষ্ট বুঝে পিতা গোপালকে কিনে দেন একটা সাইকেল। সেই থেকে গোপালের নতুন অধ্যায় সুরু।তিন থেকে সাড়ে তিন মাস তালগুড় ফেরি, বাকি সময়ে চাষের কাজ।গোপালের দুই ছেলে দুই মেয়ে।এক ছেলে টোটো চালায়। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গোপাল এখন দিনকাটায় রসেবশে।

একচল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার দুপুরে গোপালের সাথে দেখা হয় আমতার খসনান নদীর পাড়ে এক তালতলায়। কুশবেড়িয়া, নোরিট, সিরোল, তাজপুর, বাঁশবাগান, মহিষামুড়ি, নওপাড়া ইত্যাদি গ্রামে তালগুড় ফেরি করে ডুব দেয় দামোদরে। মাথায় জড়ানো ভিজে গামছা। আর এক গামছা গুড়ের হাঁড়িতে বাঁধা। সাইকেলের দু'হ্যান্ডেলে ঝোলানো গোটা পাঁচেক নাইলনের ব্যাগ।কিছুটা তোতলানো কথায় গোপালের থেকে জানা যায়— তাল, তালশাঁস, তালরস, তালগুড়, তালপাটালি ও তালমিছরির নানা কথা। তবে তালতাড়ি-তে গোপালের খুব ভয়।

হাওড়ার শ্যামপুর থানার খুড়িগাছি, আটান্ন গেট, চাঁদপুর, মাথাপাড়া ইত্যাদি গ্রামে আছে শত শত তালগাছ। চৈত্র মাসের দশ তারিখ থেকেই পাওয়া যায় তালরস। এই রস পাওয়ার আগে তালগাছে নানা পরিচর্যা লাগে। তালগাছে ওঠার জন্য বাঁধা হয় গাঁট যুক্ত বাঁশের মই। তাল কাঁদির মুচিতে ধারালো হেঁসো দিয়ে হয় চাঁচা। মুচিকে ভাল করে মলতে (মালিশ) হয়। রস সংগ্রহের জন্য বাঁধা হয় মাটির হাঁড়ি। এখন অবশ্য টিনের টিন ঝোলানো হয়। ফলা (স্ত্রী) ও নাড়া (পুং) উভয় গাছ থেকেই পাওয়া যায় রস। তবে ফল গাছের রস বেশি ও সুস্বাদু হয়। সকাল ও সন্ধ্যার রসে হয় তালগুড়। দুপুরের রস টকে গিয়ে তাড়ি হয়ে যায়। এমনি এমনি গুড় হয় না। বেশ শ্রমসাধ্য কাজ। তালরস ছেঁকে মাটির উনানে খড় দিয়ে দিতে হয় জাল। আগুনে ফুটিয়ে ফুটিয়ে কালচে তামাটে দানাদার হলে তবে পাওয়া যায় তালগুড়। তালগুড়কে আরও ক্ষীরপাক দিয়ে তৈরি হয় তালপাটালি ও তালমিছরি। একটা তালগাছ থেকে সারাদিনে পাওয়া যায় দশ থেকে পনের কেজি তালরস। সেই রস ফুটিয়ে পাওয়া যায় এক থেকে দেড় কেজি তালগুড়। শ্যামপুরে পাইকারি তালগুড় পাওয়া যায় আশি থেকে নব্বুই টাকায়। গোপালের মতো ফেরিরা ঘুরে ঘুরে সেই তালগুড় বিক্রি করে একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশ টাকায়। শ্যামপুরে এখনও তালগুড় পাওয়া যায়। তবে অনেক কমে গিয়েছে। একটা সময় বাগনান বাকসীহাটের সঙ্গে গুড়ের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রবি ও বুধবার বসতো গুড়ের হাট। তমলুক, ঘাটাল, গেঁয়োখালি ও সূয়াদিঘী থেকে নৌকায় করে আসতো শত শত গুড়ের কলস। বাকসীহাট থেকে সেই গুড় চলে আসতো বাগনান, ঝিখিরা, উদয়নারায়ণপুর ও নাউলের মতো ছোট ছোট হাটে। এক সময় গুড় বন্দিত বাকসীহাট আজ চিটেগুড়ের মতো চিটে হয়েছে। যেভাবে এক বীজপত্রী তাল, খেজুর গাছ কেটে শেষ করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে গুড়ের স্বাদ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

১৯৭২ সালে পরিচালক সুধেন্দু রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে হিন্দি ছবি 'সওদাগর' ছবির শুটিং করেন বাগনান মানকুড় গ্রামে। মানকুড় ডাক বাংলোয় চলে টানা সপ্তাহকাল সুটিং। নদীকেন্দ্রীক গ্রাম বাংলার দারিদ্র্য জীবন ও গুড় ব্যবসার নানা দিক ফুটে ওঠে ছবির কিছু অংশে। চর মানকুর ও রূপনারায়ণের নদে নৌকায় চড়ে চলে অভিনয়ের দৃশ্য। 'মতি'-র ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চনের ছিল অসাধারণ অভিনয়।

গোপাল কাঁড়ারের হাত ধরে বেঁচে থাকুক হারিয়ে যাওয়া তালগুড়। বেঁচে থাকুক গোপালের তালগুড় ফেরির ব্যবসা। বেঁচে থাকুক তালগুড়ের স্বাদ। বেঁচে থাকুক তালপাটালি ও তালমিছরি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরশুড়ায় গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ গ্রেপ্তার ৩ বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূল করার অপরাধে এক গৃহবধূকে বাড়ি থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে জমিতে ফেলে ব্যাপক মারধরের পাশাপাশি শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

পরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। অভিযুক্তরা সকলেই বিজেপির স্থানীয় নেতা ও কর্মী বলেই দাবি নিগৃহীতা ও তার পরিবারের লোকজনের। এই ঘটনায় তিন জন বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার পুরশুড়া থানার পুলিশ তাদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে। জানা গেছে, ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে ওই গৃহবধূ ও তার স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত তিন বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তারও করে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ার চিলাডিঙ্গি এলাকার। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে গোটা ঘটনার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ধরনের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তৃণমূল চক্রান্ত করে ফাঁসাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে। আর সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে বিষয়টি ঘুরিয়ে দিয়ে বিজেপির কর্মীদের ভোটের আগে ফাঁসিয়ে দিল তৃণমূল। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম শুভজিত মালিক, প্রসেনজিৎ মালিক ও হরেকৃষ্ণ মালিক। এদের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে পরিবার ও থানা সূত্রে। নিগৃহীতা গৃহবধূ বলেন, আমরা তৃণমূল করি। আর ওরা বিজেপি করে। ওখানে আমরাই একা তৃণমূল করি। তাই এই রাগে ওরা প্রায়শই এই ভাবে অত্যাচার করে। বৃহস্পতিবার শুভজিত মালিক, প্রসেনজিৎ মালিক ও হরেকৃষ্ণ মালিক সহ একাধিক জন এসে আমার ছেলেকে বলছে জয় শ্রী রাম বল। আমি গিয়ে প্রতিবাদ করি। আর তাতেই ওরা আমার ছেলেকে তো মারলই।তার পাশাপাশি আমাকেও অকথ্য ভাবে অত্যাচার করল। কাপড়, পোশাক ছিঁড়ে দিল। সামনেই বাদাম জমি। সেখানে ফেলে আমাকে অত্যাচার করে ওরা। আমি ওদের শাস্তি চাই। গৃহবধূর স্বামীও একই ভাবেই অভিযোগ করেন। বিষয়টি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরে পুরশুড়া থানার পুলিশ গভীর রাতে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গি এলাকার আমাদের তৃণমূল কর্মীর উপর অত্যাচার হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন উচিত যথাযথ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার। অপরদিকে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ভোটের আগে শুধু পুরশুড়া নয়, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা জুড়ে ৫৫-৫৬ জন বিজেপি নেতা কর্মীদের ফাঁসানো হয়েছে। এই ভাবে মিথ্যা কেস দিয়ে বিজেপিকে দমানো যাবে না। তৃণমূল গণতান্ত্রিক ভাবে পারছে না তাই পুলিশকে সামনে রেখে এই সব করছে। জনগণ বিজেপির সঙ্গে আছে। ভোট বাক্সে তার জবাব পাবে।

দ্বিতীয় স্থানে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সাম্যপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় বরাবরই পুরুলিয়া জেলার নাম থাকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবছর মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের ছাত্র সাম্যপ্রিয় গুরু। তার মাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২। অর্থাৎ ৯৮.৮৬ শতাংশ। পুরুলিয়ার আমডিহার লোকনাথপল্লিতে বসবাস করলেও তাদের আদি বাড়ি পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ব্লকের বারুইপাড়া গ্রামে। তার বাবা ও মা পেশায় শিক্ষক-শিক্ষিকা। বাবা সুনিতি প্রিয় গুরু পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক ও মা অর্পিতা গুরু গোবিন্দপুর হাই স্কুলের শিক্ষিকা।

এ বিষয়ে সাম্যপ্রিয় গুরু জানান, তার ভীষণ ভালো লাগছে। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক দিতে চায় সে। আগামী দিনে সে ডাক্তারি পড়বে। এ বিষয়ে বাবা সুনীতি প্রিয় গুরু জানান, ছেলের এই সাফল্যে তিনি ভীষণই খুশি। তিনি বরাবরই আশা করেছিলেন ছেলে দুর্দান্ত রেজাল্ট করবে। মা অর্পিতা গুরু বলেন, 'আশা করেছিলাম ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে। কিন্তু তা এত ভালো রেজাল্ট করবে সেটা ভাবতে পারিনি।' ছেলের এই সাফল্যে খুবই খুশি তিনি।

কাঁকসায় বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই ব্যক্তির নাম বলরাম লোহার (কটু)। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ কাঁকসা থানায় ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের পরেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাত ১টা নাগাদ কাঁকসার মাধব মাঠের বাসিন্দা বলরাম লোহার (কটু) বাড়িতে ঢুকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেখিয়ে তাঁদের নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে। মেয়ের চিৎকার শুনে বলরামকে ধরতে গেলে বলরাম কোনও মতে পালিয়ে যায়। বাড়ির ভিতর থেকে বলরামের এক জোড়া চটি ও একটি টর্চ লাইট উদ্ধার হয়। এর আগেও এলাকায় অনেকের বাড়ি ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি ওই নাবালিকার পরিবারের। বিষয়টি লোকলজ্জার কারণে প্রকাশ্যে আনতে চাননি দিন আনা দিন খাওয়া ওই নাবালিকার পরিবার। প্রতিবেশীদের সন্দেহ হলে তাঁরাই সাহস দেন ও পাশে থাকার আশ্বাস দিলে ওই নাবালিকার পরিবার কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দোষীর শাস্তির দাবিতে কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হয় ওই নাবালিকার পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ও রাতেই ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। ধৃতকে বুধবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় আদালতে। কাঁকসার তৃণমূল নেতা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বলরাম লোহার বিজেপি করেন। আর এটাই বিজেপির কালচার। গত ২০১৮ সালে বলরাম লোহার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন দলের বদনাম হচ্ছে দেখে দায় এড়াতে চাইছে বিজেপি। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা ইন্দ্রজিৎ ঢালি অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, একসময় তিনি বিজেপি করলেও দীর্ঘ দিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বিজেপির দাবি, বলরাম লোহার বর্তমানে পানাগড় শিল্পতালুকে তৃণমূলের সঙ্গে সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন মালপত্র সাপ্লাই দিচ্ছে বিভিন্ন কারখানায়। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে। অন্যদিকে বলরামের সঙ্গে বিজেপির যোগ নেই বলে দাবি করলেও, গত কয়েকদিন আগে কাঁকসায় নির্বাচনী প্রচারে আসেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে বলরামের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে তৃণমূলের দাবি তিনি এখনও বিজেপির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন।

মাধ্যমিকে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২ মে বুধবার মাধ্যমিকের ফলাফল বের হয়েছে। মাধ্যমিকের ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্রী। ছাত্রীর নাম বেবী মণ্ডল (১৭)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার আদ্রা থানার বেকো গ্রামে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ এ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বৃহস্পতিবার বের হয়। সেই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল না হওয়ার কারণে মানসিক অবসাদে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পরিবারের অজান্তে নিজের বাড়িতেই শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে নেয় বেবী মণ্ডল নামের ছাত্রীটি। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই ফাঁস কেটে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার সকালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে ছাত্রীটির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৭.০২.২০০৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U63090WB2004PTC097876
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রাজশ্রী অ্যাপার্টমেন্টস ৬, হেস্টিংস পার্ক রোড, থানা - আলিপুর কলকাতা কলকাতা পব ৭০০০২৭ ভারত
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত ১মে ২০২৪ অর্ডার গৃহীত ২মে ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৮ অক্টোবর ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কেজরিওয়াল রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	পি-১৭৮ সিআইটি স্কিম VI-M ৪র্থ তল, ফুলবাগান কলকাতা-৭০০০৫৪ পশ্চিমবঙ্গ nkejriwal.ip@gmail.com
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	পি-১৭৮ সিআইটি স্কিম VI-M ৪র্থ তল, ফুলবাগান কলকাতা-৭০০০৫৪ পশ্চিমবঙ্গ skyinfra.cirp@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ মে ২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০১.০৫.২০২৪।
স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৫.০৫.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কেজরিওয়াল
তারিখ : ০৪.০৫.২০২৪ স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
মানিকতলা ব্রাঞ্চ
৭৭সি, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দাবি নোটিশ

নোটিশ ২০০২ সালের (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) এবং তৎসহ পঠিত ধারা ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে।
নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার প্রতি দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট তাদের দ্বারা গৃহীত ঋণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ ব্যাঙ্কের নিকট আদায় দানের জন্য। নোটিশ(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখনও প্রাপ্তি স্বীকার গৃহীত হয়নি। আমরা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নিম্নে বিস্তারিত মতে স্বত্ব দখলের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারলে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের প্রয়োগ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এড়াতে। তাদের আমাদের অফিস থেকে নোটিশের বিস্তারিত সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপি তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) ১. বিকাশ সিং পিতা প্রয়াত শ্রী আশাবাণী কুমার সিং, ১৭২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, থানা : মুচিপাড়া, কলকাতা : ৭০০০১২। ২) বিশাল সিং পিতা প্রয়াত শ্রী আশাবাণী কুমার সিং, ১৭২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, থানা : মুচিপাড়া, কলকাতা : ৭০০০১২। খ) মানিকতলা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রেমিসেস হোল্ডিং নং ৫১, পি সি মিত্র রোড, থানা : দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৯, দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ০১ অধীন,জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩৬ বর্গফুট সমান সমান ০.০৪০১ একর, অবস্থিত মৌজা : বাদরা, জেএল নং ৯, আরএস নং ৭৪, তৌজি নং ১১৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৯১, নতুন খতিয়ান নং ৬০২, দাগ নং ৪৬৯, দোতলা ভবন সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, সিএস দাগ নং ৪৬৯, পশ্চিমে : প্লট নং ২, সিএস দাগ নং ৪৬৯, অরুণ রায় চৌধুরীর দখলে, উত্তরে : প্লট নং ৬, সিএস দাগ নং ৪৬৯, দক্ষিণে : প্লট নং ৪, সিএস দাগ নং ৪৬৯, গৌরী শঙ্কর চ্যাটার্জির অধিকারে।	ক) ২৪.০১.২০২৪ খ) ২০.০৪.২০২৪ গ) ২৮,৫৭,০৯১.৮৩ টাকা (আঠাশ লাখ সাতান্ন হাজার একানব্বই টাকা এবং তিরাশি পয়সা) ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ

তারিখ : ২০.০৪.২০২৪/স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার/ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১	**শ্রী অচিন্ত রক্ষিত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** এবং **শ্রীমতি সর্বাণী গড়াই রক্ষিত (সহ ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা : পিতা অলোকনাথ রক্ষিত, ১৯৫, ভিআইপি নগর, তিলজলা বর্তমানে আনন্দপুর, কলকাতা : ৭০০১০০ এবং আরও : ফ্ল্যাট নং বি, একতলা, প্লট নং ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, তিলজলা, কলকাতা : ৭০০০৩৯। **শাখা : বড়িশা শাখা**	০৭.০২.২০২৪ এবং ২৯.০৪.২০২৪	২০,৭২,০১৩.০০ টাকা ০৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ (কুড়ি লাখ বাহাত্তর হাজার তেরো টাকা) এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ কমবেশি ৫২৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং বি, একতলায়, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, নির্মিত জমির পরিমাণ ১ কাঠা, ৪ ছটাক, এবং ১০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আরএস নং ২৩৩,দাগ নং ১৬৮৩,এবং ১৬৮৩/২১৮৫, খতিয়ান নং ১৩৭৩ এবং ১৪৭১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭ অধীন, পো: তিলজলা, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩৬৬৩/২২, তারিখ : ২৭/০৭/২০২২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -শিয়ালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী অচিন্ত রক্ষিত, পিতা : অলোকনাথ রক্ষিত এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : পুকুর, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এ, ধর্মতলা রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এন, ধর্মতলা রোড।

তারিখ- ২৯.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে ২২.০৫.২০২৪ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা : শ্রী জয়দীপ রায়) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং বি-২০ এবং বি-২৩,অবস্থিত ২য়তলে "পবিত্র মেগা মল"- "টলি টুইন" নামে কমপ্লেক্সে,প্রেমিসেস নং ৩২৬, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগনং ২৪/২০১ এবং ২৫,মহাত্মা গান্ধি রোড, কবরডাঙ্গা মোড়, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দোকান নং বি-১৯ এবং ২৪। **দখলের ধরন : দখলীকৃত।**	২২,০১,১২৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এক হাজার একশ আঠাশ টাকা) ০৮.০৯.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৭,০২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6266509986 ঙ) নেই
২	ক) মেসার্স অধিকারী নার্সারি (স্বত্বা. শ্রী সুতনু অধিকারী) **ঠিকানা** - গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সাঁতরা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ **শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী (জামিনদাতা)** স্বামী সুতনু অধিকারী, গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সাঁতরা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ এবং ৫/৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কঙ্গনবেড়িয়া, তৌজি নং ২ এবং ১৬ (আরএস ৯১) জেএল নং ৪১, পরগনা- মাগুরা, খতিয়ান নং ৪১৫ দাগ নং ৪৪০, কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই-০৪৯০৫ তারিখ ২৪.১০.২০০৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৯, পৃষ্ঠা ৪১০ থেকে ৪২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী সুতনু অধিকারী পিতা অনন্ত নাথ অধিকারীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সুশীল মান্না এবং সুনীল মান্নার সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- বিশ্বনাথ অধিকারীর সম্পত্তি, **পূর্বে**- বিশ্বনাথ অধিকারী এবং রবীন অধিকারীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত। **দখলের ধরন - প্রতীকী**	৪৭,৩৪,৪৫৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা) ০৫.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50145912205 ঙ) নেই
৩	ক) মেসার্স দীপশিখা জুয়েলারস (ঋণগ্রহীতা), শ্রী নীলোৎপল হালদার (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি মৌসুমী হালদার (জামিনদাতা) খ) ফলতা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত আর সি সি ছাদ বিশিষ্ট দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ২৬.৪১ শতক, কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : দারি জগন্নাথপুর, জেএল নং ২৭, আরএস খতিয়ান নং ১৬২ বেং ১৭৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৬ এবং ১৯৫, থানা : ফলতা, বেলসিংহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় দলিল নং ২৬১৩/২০১৪ তারিখ : ২৬.০৯.২০১৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ২৬৪৩ থেকে ২৬৫২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর ফলতা, শ্রী নীলোৎপল হালদার পিতা প্রয়াত হরিপদ হালদারের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরময় কয়ালের ভবন এবং জমি, দক্ষিণে : মদন মিঠিয়ার জমি এবং ভবন, পূর্বে : তারক পালের ভবন এবং জমি, পশ্চিমে : গুরুপদ হালদারের ভবন এবং জমি সমন্বিত। **দখলের ধরন - প্রতীকী**	৩১,৩৩,৫৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50346867604 ঙ) নেই
৪	ক) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল) খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩,দাগ নং ৫৫৩,হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড,ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা : বজবজ,জেলা:দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০, তারিখ : ২১.০৩.২০০৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮- ২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ , সম্পত্তি শ্রীমতি নমিতা মন্ডল , স্বামী দিলীপ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দীনেশ পারুই, দক্ষিণে : পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : সুখেন পারুই। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) টাকা ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50422143812 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ মে ২০২৪ (২২.০৫.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০২.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিস্টার্ড অফিস : "ঝিল মিল" সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৮৩২.৩৫	৭৯৩৩.৪৯	১৯৮২.৪২	১৮৩২.৩৫	৭৯৩৩.৪৯	১৯৮২.৪২
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৪৮০.৫১	২৮৭৫.৭৮	৪২২.৬৬	৬৫৪.৫৬	৩৩৭৮.৯৮	৪৮৮.২৪
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৮০.৫১	২৮৭৫.৭৮	৪২২.৬৬	৬৫৪.৫৬	৩৩৭৮.৯৮	৪৮৮.২৪
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৫৯.৭৮	২০৮৭.৫২	৩১৪.৬৮	৪৯৪.০১	২৪৭৫.৫৯	৩৬৫.২৬
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৩৫১.২১	১৯৬০.৮২	১৮৩.৯৪	৪৭০.৪৭	২৫৪৪.৮৫	২০৫.০১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী	৪০২৭.১৩ ৩১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী	৫২৩১.৩২ ৩১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	০.৭৭	৪.৪৬	০.৬৭	১.০৬	৫.২৯	০.৭৮

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে।
৩. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।
৪. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের @ ৫০% (ফেস ভালু ১ টাকার উপর পঞ্চাশ পয়সা) একটি চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। এটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশের অতিরিক্ত @ ৫০% (পঞ্চাশ পয়সা প্রতি শেয়ার), ৩০% (ত্রিশ পয়সা প্রতি শেয়ার) এবং ২০% (কুড়ি পয়সা প্রতি শেয়ার) ইতিমধ্যেই যথাক্রমে ১৪.০৮.২০২৩, ০৯.১১.২০২৩ এবং ১৩.০২.২০২৪ অনুমোদিত হয়েছে এবং তারপরে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছর সম্পর্কিত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
৫. ২৩.০২.১৯৯০ তারিখের জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট ("জেএসএ") অনুসারে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত - এনসিএল লিকুইডেশনের অধীনে), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিটিডিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিআইডিসি) এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কোম্পানির জমি যেটিতে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফএন্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে আরও দুটি মেয়াদের জন্য পুনর্নবীকরণ ধারা শর্ত সহ। এনসিএল-এর বিরুদ্ধে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে, এতে উল্লেখিত জেএসএ অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে ০৫.০৭.১৯৯১ তারিখের চুক্তির মাধ্যমে ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২৮.০২.২০২৩ -এ শেষ হয়েছে যা সেই তারিখ থেকে পুনর্নবীকরণের জন্য রয়েছে। তদনুসারে, যথাসময়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত চুক্তিগুলিকে আনুষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইজারা চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাথে ১১.১০.২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছে, যা এই তারিখ পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা বলা হয়েছে, এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মুলতুবি ফলাফল, অপারেশন এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্বেগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা অব্যাহত রয়েছে।
৬. পূর্ববর্তী বর্ষের/সময়ের সংখ্যাগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে চলতি সময়কালে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
রাজেশ রায়সিংহানি
স্থান: কলকাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
তারিখ: ৩ মে, ২০২৪ (DIN : 07137479)

লম্বা মিছিলে শুভেন্দুকে নিয়ে মনোনয়ন জমা অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শুক্রবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিল করে দলের জেলা কার্যালয় থেকে জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছন অগ্নিমিত্রা। মনোনয়ন পর্বের শোভাযাত্রায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে অগ্নিমিত্রা বলেন, মানুষের আশীর্বাদ সঙ্গে রয়েছে। এই মনোনয়ন শোভাযাত্রায় উপচে পড়া মানুষের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিজয় মিছিল বেরিয়েছে। অগ্নিমিত্রা বলেন, দিলীপ দা'র সম্মান রক্ষা করতে মেদিনীপুর আসনের জিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদিকে এই লোকসভা কেন্দ্রটি উপহার দিতে চাই। শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের জানান, সাধারণ মানুষ এবং দলের নেতাকর্মীদের এই আবেগ উচ্ছ্বাস প্রমাণ করছে এইবার চারশো পার। মেদিনীপুরে দিলীপ দা'র আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হচ্ছে আবার।

এদিকে, লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বে অগ্নিমিত্রা পল চালু করলেন 'এক ফোনে দিদিভাই' কর্মসূচি। সাংবাদিক বৈঠক করে এই নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন বিজেপি প্রার্থী। অগ্নিমিত্রার কাছে নিজেদের কথা এবার সরাসরি জানাতে পারবেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষজন। সে জন্য একটি ফোন নম্বরও প্রকাশ করেছেন তিনি। অগ্নিমিত্রা জানালেন, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬ পর্যন্ত মেদিনীপুরবাসী সেই নম্বরে ফোন করতে পারবেন। নিজেদের সমস্যার কথা কিংবা মেদিনীপুরের উন্নয়নের জন্য যে কোনও পরামর্শ জানাতে পারবেন।

বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা বলেন, তিনি চেষ্টা করবেন সমস্যা সমাধান করার। যে সমস্যাগুলি এখন সমাধান করতে পারবেন না, সেগুলি ভোট পরবর্তী সময় সাংসদ হয়ে এলে সমাধানের চেষ্টা করবেন। অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, 'প্রত্যেকটি জায়গার সমস্যা নথিভুক্ত করে রাখা হবে। শুধু 'এক ফোনে দিদিভাই' কর্মসূচি প্রকাশই নয়, এর পাশাপাশি মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভোটের লড়াইয়ের একটি থিম সং-ও প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা পল। লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে এই নয়া উদ্যোগ মেদিনীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর। উল্লেখ্য, মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তাঁকে এবার বর্ধমান-দুর্গাপুরের ভোট ময়দানে নামিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। আর মেদিনীপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অগ্নিমিত্রাকে।

দেবের কপ্টারে আচমকা ধোঁয়া, তড়িঘড়ি অবতরণ মালদা বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাঝ আকাশে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের হেলিকপ্টারে হঠাৎ করে ধোঁয়া। আর সেই আতঙ্কেই তড়িঘড়ি মালদার বিমানবন্দরে অবতরণ করা হল দেবের হেলিকপ্টার। রীতিমতো চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়েই টলিউড অভিনেতা দেব মালদা থেকে সড়কপথে কনভয় নিয়ে রওনা দিলেন মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। যদিও অভিনেতা দেব মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথেই সাংবাদিকদের বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় এযাত্রায় বেঁচে গিয়েছি। হেলিকপ্টারে হঠাৎ ধোঁয়া দেখেই তড়িঘড়ি মাঝ আকাশ থেকেই সেটি মালদার এয়ারপোর্টে অবতরণ করানো হয়। তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের এই কথা প্রসঙ্গে হেলিকপ্টারের পাইলট অবশ্য বলেছেন, তেমন কোনো যান্ত্রিক সমস্যা হয়নি। সব ঠিকঠাকই রয়েছে। উনি মালদা এয়ারপোর্টে নামতে বলেছেন বলেই সেখানে হেলিকপ্টারটি অবতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুর বারোটায় উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়া এলাকায় ছিল তৃণমূল সাংসদ তথা টলিউড অভিনেতা দেবের রোড-শো। দলীয় সময়সূচি অনুসারে রতুয়া স্টেডিয়ামে দেবের হেলিকপ্টার অবতরণ করে। এরপর ঘণ্টাখানেক রোড-শো করার পর সেখান থেকেই হেলিকপ্টার করে মুর্শিদাবাদের রানিনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অভিনেতা দেব। কিন্তু মালদার আকাশে দেবের হেলিকপ্টার ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি ধোঁয়া বেরতে থাকে বলে অভিযোগ। আর এরপরই মাঝ আকাশ থেকেই তড়িঘড়ি দেব হেলিকপ্টার নিয়েই মালদা এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে মালদা এয়ারপোর্টে পৌঁছন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যের সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ জেলা তৃণমূলের একাংশ। পাশাপাশি মালদা এয়ারপোর্টে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সেখান থেকেই অভিনেতা দেবকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

এদিন মালদার এয়ারপোর্ট থেকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার মুখে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব বলেন, অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন। হেলিকপ্টারে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলাম। এরপরই তড়িঘড়ি পাইলটকে বলি মালদায় অবতরণ করার জন্য। সেই মতোই হেলিকপ্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পরে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী রোড-শোয়ে যোগ দিতে যান অভিনেতা দেব।

জয়ের বার্তা দিয়ে মালদায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন

ঈশা খান চৌধুরির সমালোচনায় মৌসম নুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় দুটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। একই সঙ্গে এবারে মালদায় তিনজন সাংসদ পাবেন জেলাবাসী। এমন আশার কথা জানিয়ে শুক্রবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণ মালদার দুই তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন এবং গনিখান চৌধুরির ভাগ্নি তথা আরেক রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর

এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ দলীয় প্রার্থীরা। এবারের দুই প্রার্থীর নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করার কথাও জানিয়েছেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, বিগত দিনে মালদায় কোনওদিনই লোকসভার আসন পায়নি তৃণমূল। তবে এই প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুরের পাশাপাশি আরো দুইজন তৃণমূল প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয়ে

সাংসদ হতে চলেছেন। মালদায় মোট তিনজন সাংসদ থাকবেন। এতে করে জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই গতি আসবে। এরপরই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের দুই প্রার্থী এবং সাংসদ মৌসুম নুর নির্বাচন প্রসঙ্গে বিস্তর মতামত তুলে ধরেন। এমনকী মৌসুম নুর এবারে তারই পরিবারের সদস্য তথা দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরির বিরুদ্ধেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন।

তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর বলেন, বিগত দিনে সুজাপুরে কংগ্রেসের বিধায়ক থেকে ঈশাখান চৌধুরি কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। ফলে মানুষ তাকে এবারে ভোট দেবে না। দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান বিপুল ভোটে জয় হবে। একইভাবে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জয়ের বার্তা দিয়েছেন সাংসদ মৌসুম নুর।

এদিকে মৌসুম নুর ও রাজ্যসভার আরেক সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে কাছে পেয়ে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন মালদার দুই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। তাঁরা বলেন, নির্বাচনে মালদার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনওরকম দুর্ব্যবহার আমরা সহ্য করব না। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে কাঁটাতারের বেড়ারে ওপারে অসংখ্য পরিবার রয়েছেন, যারা ভারতীয়। পাশাপাশি মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতেও অনেক মানুষদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এক্ষেত্রে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। পাশাপাশি মালদার কংগ্রেস এবং বিজেপির দুই সাংসদের সমালোচনা করেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী। তাদের অনুন্নয়নের প্রসঙ্গই এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান।

বনগাঁয় ভোটের আগে ব্যবসায়ীর ঘরে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ!

উৎস জানতে জেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় ভোটের আগে ব্যবসায়ীর ঘরে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ! টাকার উৎস জানতে গভীর রাতে হানা দিয়ে পরের দিন রাতেও কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের তল্লাশি অভিযান। এই টাকা কার, কোনও বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে গভীর রাতে বনগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন ওই ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের তিন সদস্যের দল।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকেই দফায় দফায় তল্লাশি ও জেরা শুরু করেছে ওই ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনগাঁ থানার পুলিশের কাছে সূত্র মারফত খবর আসে। বনগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন কুমারেশ হালদার নামে ওই ব্যবসায়ীর ঘরে কয়েক লক্ষ টাকা মজুত রয়েছে। এরপরেই বনগাঁ থানার পুলিশ ওই ব্যবসায়ীর ঘরে এসে তল্লাশি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন আধিকারিক। তাঁদের জেরায় ব্যবসায়ী কুমারেশ হালদার কোনও রকম সদুত্তর না দিতে পারলে খবর দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগে।

বৃহস্পতিবার রাত তিনটে নাগাদ কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের কর্মীরা ওই ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এসে টাকার উৎস জানতে জেরা শুরু করে। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীর কাছে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ মিলেছে। শুক্রবার দিনভর তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চলে আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আরও তিন আধিকারিক টাকা গোনার মেশিন সহ প্রিন্টার নিয়ে ঢোকেন ব্যবসায়ীর দোকানে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছেন এই টাকা কোথা থেকে এর, এই টাকার উৎস কী।

সিপিএমের হার্মাদরা বিজেপি হয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: গত ৩-৪ বছরে বাংলায় হেরে যাওয়ার পরে বাড়ির জন্য কোনও টাকা দেননি মোদি সরকার যদি দিয়ে থাকেন তা হলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। আর যদি প্রমাণ করতে পারেন তা হলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জন্য মানুষের কাছে ভোট চাইতে যাব না বলে নানুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে মোদিকে চ্যালেঞ্জ করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা, রাস্তার টাকা, বাড়ির টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি সরকার। শুধু তাই নয়, বাংলার মনীষীদের তারা বারে বারে অপমান করেছে, বাংলাকে নিয়ে ক্রমাগত মিথ্যাচার করছে তাই বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলেই মনে করছে তৃণমূল।

অভিষেক নানুরের সভা মঞ্চ থেকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যে লোক হয়েছে তার থেকে চার গুণ বেশি লোক হয়েছে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসভায়।' বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে এই জনসভা থেকে অভিষেক বলেন,

'সিপিএমের গুন্ডারা এখন বিজেপির কর্মী, ৩৪ বছরের বাম অপশাসন সমূলে উৎখাত করে ২০১১ সালের ১৩ মে বাংলায় মা মাটি মানুষের সরকার গঠন করেছিলেন। আগামী ১৩ মে যখন আপনারা ভোট দিতে যাবেন তখন সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর তৎকালীন অত্যাচারের কথাগুলো, সুচপুরের তৃণমূলের ১১ জনের মৃত্যুর কথা স্মরণে রাখবেন। কারণ সিপিএমের হার্মাদরা জামা পালটে আজ বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়ে বীরভূমকে অশান্ত করতে নেমেছে।'

তৃতীয় স্থানে সিপিএম হোলটাইমারের সন্তান, আগামীর পড়ার ভার দলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

বাবা সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মী। দলের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য মাস মাইনে দিয়েই চলে সংসার। ছেলে ৬৯১ নম্বর পেয়ে এবছরের মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে রাজ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। ছেলে মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থান পেলেও আগামী দিনে ছেলের পড়াশোনার খরচ কী ভাবে চলবে তা ভেবেই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন বাবা। এমন সময় পাশে দাঁড়াল তাঁর দল। স্বস্তির নিঃশ্বাস এখন পরিবারে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের প্রাচ্যভারতী এলাকার বাসিন্দা উমেশ প্রসাদ। তিনি সিপিএম পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। দল থেকে সামান্য মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন। আর তা দিয়েই কোনও ক্রমে চলে তাঁর পরিবার। ছেলে উদয়ন প্রসাদ এবছরের মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায় সে। তবে তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক প্রতিকূলতা। আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলা এই পরিবারের লোকেদের এখন প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কী ভাবে উদয়নের পড়াশোনার খরচ চালাবেন তাঁরা।

এমন সময় উদয়নের পড়াশোনার ভার নিল দল। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নির্দেশে জেলা সিপিআইএম নেতৃত্ব উদয়ন প্রসাদের আগামী দিনের উচ্চশিক্ষার সমস্ত আর্থিক ভার গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। শুক্রবার সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানানো হয়। এদিন

বালুরঘাটে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যায় উদয়ন। সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় দলের তরফে।

এ বিষয়ে সিপিএমের ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা বলেন, 'উদয়নের বাবা আমাদের দলের সর্বক্ষণের কর্মী। তাঁকে আমরা যৎসামান্য মাসিক ভাতা দিয়ে থাকি। আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উদয়ন এত ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম উদয়ন প্রসাদের আগামী দিনের উচ্চশিক্ষার সমস্ত আর্থিক ভার গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন।' এ বিষয়ে উদয়নের বাবা উমেশ প্রসাদ বলেন, 'দল আমার ছেলের দায়িত্ব নিয়েছে। খুবই ভালো লাগছে। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে উদয়ন প্রসাদ বলে, 'ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাই। উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমার পড়াশোনার দায়ভার নেওয়ার জন্য আমি খুব খুশি। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বাদ্যযন্ত্র, আদিবাসী নৃত্যশিল্পী ও একশো ফুট পতাকা সহ তৃণমূলের দুই প্রার্থীর মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শতাধিক মহিলা ঢাকি, অসংখ্য ঢাকঢোল, ধামসা মাদল ও একশো ফুটের বিশালাকার দলীয় পতাকা সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে হাজির হয়ে মনোনয়ন জমা করলেন বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী ও সুজাতা মণ্ডল। এদিন দুই তৃণমূল প্রার্থীর পরনে ছিল ষোলোআনা বাঙালিয়ানা।

গত ২৯ এপ্রিল ধুতি পাঞ্জাবি পরে ও হাতে গীতা নিয়ে শোভাযাত্রা করে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। পরের দিনই বাঁকুড়া শহরে বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে মনোনয়নপত্র জমা করেন বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। তারই পালটা হিসাবে আজ বাঁকুড়া শহরে বিশাল মিছিল করে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের জোড়া তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিনের শোভাযাত্রায় শতাধিক মহিলা ঢাকি, অসংখ্য আদিবাসী মহিলা নৃত্য শিল্পী, ঢাকঢোল, তাসা কাঁসর সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রায় নজর টানে তৃণমূলের একশো ফুটের পতাকা।

এদিনের মনোনয়নে অরূপ চক্রবর্তীর পরনে ছিল লাল পাড় সাদা ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবি। সুজাতা মণ্ডলের পরনে ছিল লাল পাড় সাদা শাড়ি। মনোনয়নের শোভাযাত্রায় মানুষের ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত দুই প্রার্থীই। নিজেদের জয়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ওই দুই তৃণমূল প্রার্থী।

কাড়ার পিঠে চেপেই মনোনয়ন জমা অজিত প্রসাদ মাহাতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রার্থী অজিত প্রসাদ মাহাতো আজ, শুক্রবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। দলীয় কার্যালয় থেকে কাড়ার পিঠে চেপেই মনোনয়নপত্র জমা করে পুরো রাস্তা এলেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কর্মী সমর্থকরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হাজার হাজার সমাবেশ ঘটে জেলা নির্বাচন অধিকারিকের কার্যালয় চত্বরে। তার আগে পুরুলিয়া শহরের রাঁচি রোডে চার্চ গ্রাউন্ডের কাছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাজের লোকজন উপস্থিত হন। সেখান থেকে* কার্যত বিশাল বর্ণময় শোভাযাত্রা শুরু হয়। কাড়া ছাড়াও ভেড়া, মোরগ সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন সমাজের লোকজন। এছাড়াও চৌডল হাতে মহিলাদের দেখা যায়।

উল্লেখ্য, পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রার্থী অজিত প্রসাদ মাহাতোর পাশে দাঁড়ায়েছে জন সংঘ পার্টি ও জনতা দল ইউনাইটেড। জন সংঘ পার্টির রাজ্য মহাসচিব রাজকুমার মিশ্র এদিন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জনতা দল ইউনাইটেডের প্রতিনিধি আনিসুল চৌধুরী। তাঁরা বলেন, 'আদিবাসী কুড়মি সমাজের নীতি ও আন্দোলন আমাদের আন্দোলনের মতোই, তাই তাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা আমরা করব।' আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রার্থী অজিত প্রসাদ মাহাতো জানিয়েছেন, 'আমাদের নীতি আদর্শের সঙ্গে সাম্য রেখে তারাই আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় আমরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছি।'

বহরমপুরে প্রথম চালু অ্যাপেলো কেয়ার ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বহরমপুরে এই প্রথম চালু হল অ্যাপেলো কেয়ার ইউনিট। শুক্রবার বহরমপুর শহরের গোরাবাজার নিমতলা এলাকায় অ্যাপেলো কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন করেন চেন্নাইয়ের তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এখন থেকে চিকিৎসার জন্য আর কাউকে চেন্নাই ছুটতে হবে না। তবে কিডনি, হার্ট বা নিউরো সার্জারির জন্য রোগীদের চেন্নাই যেতে হবে।

চেন্নাই কেয়ার ইউনিটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোগীদের চেন্নাই যেতে হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ বহরমপুর থেকেই করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি রোগীরা যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট করলে রেলওয়ে স্টেশন বা বিমানমন্দর থেকেই তাঁদের পিক আপ করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরজন্য রোগীকে কোনও বাড়তি খরচ বহন করতে হবে না। হেলথ কেয়ার ইউনিটের ডিজিএম শান্তনু চট্টোপাধ্যায় জানান, মুর্শিদাবাদ থেকে বহু মানুষ চেন্নাইয়ে চিকিৎসার জন্য যায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন অসুবিধায় পড়েন। তাঁদের সঠিক গাইড লাইন দেবে এই কেয়ার ইউনিট। বহরমপুরে বসে চেন্নাইয়ের চিকিৎসার সুযোগ মেলায় খুশি রোগীর পরিজনরা। মেয়ের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনিমাদেবী বলেন, 'সঠিক চিকিৎসার জন্য আমাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। বাড়ির কাছে সুবিধা মেলায় আর কোনও সমস্যা হবে না।'

আমাদের সরকারের মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ওপর : ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: আমাদের সরকারের মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ওপর। বিশ্বজিতের হয়ে নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রতিক্রিয়া ব্রাত্য বসুর। নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের প্রচারের ঝাঁঝ বাড়ছে। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের হয়ে এদিন প্রচারে আসেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এদিন বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক করেন পাশাপাশি তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বৈঠক করেন। এদিন বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে 'যিনি আমাদের দলে নেই, সে কার সম্পর্কে কি বলল তা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, তিনি দল থেকে বিতাড়িত' কুণাল ঘোষকে নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গোবরডাঙায় এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি শুক্রবার সন্ধ্যায় গোবরডাঙায় বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে জনসভায় এসে মঞ্চে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের সরকারের মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ওপর।' এদিন বিশ্বজিৎ দাসকেও দেখা গিয়েছে বৈঠক শেষে বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনের প্রচার সারতে।

বালুরঘাটের ১৩ প্রার্থীর ভাগ্য এখন স্ট্রং রুমে বন্দি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট লোকসভা নির্বাচনে ১৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য এখন স্ট্রং রুমে বন্দি। স্ট্রং রুমে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বলয়ে রাখা হয়েছে ৭টি বিধানসভার ইভিএম ও ভিভিপ্যাট।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে গত ২৬ এপ্রিল ভোট হয়। এই লোকসভা আসনে মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলি হল বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তৃণমূলের বিপ্লব মিত্র, বিজেপির সুকান্ত মজুমদার ও আরএসপির তরফে জয়দেব সিদ্ধান্ত। কী রয়েছে তাঁদের ভাগ্যে, তা এখন বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমেই সীমাবদ্ধ। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআরপিএফ জওয়ান ও রাজ্য পুলিশ।

শুজলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাট লোকসভা আসনে মোট ভোটার ১৫,৬১,৯৬৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৭,৯৮,২১৭ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭,৬৩, ৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮১ জন। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫৬৯টি। এর মধ্যে ২৬ তারিখে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মোট ১২৩৫৩৪০ জন ভোটার। অর্থাৎ, মোট ভোটারের প্রায় ৭৯.০৯ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। যার মধ্যে ৬১৬৬৬৭ জন পুরুষ, ৬১৮৬৪৯ জন মহিলা ও ২৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের দিন কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএমগুলি বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে, পরের দিন হরিরামপুর, কুশমণ্ডি ও ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম গুলি করা নিরাপত্তায় বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়। নিরাপত্তা প্রহরায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনগুলি (ইভিএম) স্ট্রংরুমে রাখা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ও প্রার্থীর এজেন্ট এবং কমিশনের অবজার্ভারের উপস্থিতিতে তালাবন্ধ করে সিল করা হয়েছে স্ট্রং রুম। ইভিএম ভিতরে ঢোকানোর পর স্ট্রংরুম তালাবন্ধ করার সময় ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে সেগুলি এখন রয়েছে স্ট্রংরুমে। সিসি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে স্ট্রং রুম সহ কলেজ ক্যাম্পাস। মোট ১৫৬৯টি ইভিএম বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে ১৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য বন্দি রয়েছে।

এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বিজিন কৃষ্ণা জানান, সব মিলিয়ে সাতটা স্ট্রং রুম রয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানসভার জন্য একটি করে স্ট্রংরুম করা হয়েছে। সিআরপিএফের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। বাইরের দিকে রাজ্য পুলিশ থাকছে। প্রার্থী নিজে বা তাঁর প্রতিনিধির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ স্ট্রংরুম চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রার্থী কিংবা তাঁর প্রতিনিধি যদি স্ট্রংরুমে থাকা ইভিএমগুলি দেখ তে চান, দিনে একবার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

রায়বরেলি থেকে লড়বেন রাহুল, পরিবারকে নিয়ে জমা দিলেন মনোনয়ন

রায়বরেলি, ৩ মে: দীর্ঘ আলোচনা-বিশ্লেষণের পর অবশেষে লোকসভা নির্বাচনে রায়বরেলি থেকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস শুক্রবার সকালে রায়বরেলির প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস। দুপুরেই একঝাঁক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন রাহুল গান্ধি। উল্লেখ্য, মনোনয়ন দেওয়ার সময়ে রাহুলের সঙ্গে হাজির ছিলেন সোনিয়া গান্ধি। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খ াড়গে। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং রবার্ট বদরা হাজির ছিলেন রাহুলের মনোনয়নে। অন্যদিকে, অমেঠি কেন্দ্রে আড়ম্বরহীনভাবে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেসের কিশোরীলাল শর্মা।

উল্লেখ্য, রায়বরেলিতে রাহুলের মনোনয়নকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'উনি পালিয়ে যাচ্ছেন।' তার জবাবে খাড়গের তোপ, মোদি নিজেই বারাণসীতে গিয়ে নির্বাচন লড়ছেন। তাহলে পলাতকটা কে?

শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরেই রায়বরেলির কংগ্রেস দপ্তরের দিকে রওনা দেন রাহুল। পথে অবশ্য তাঁর গাড়ি দেখে 'রাহুল গান্ধি ওয়াপস যাও' স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা। তবে রায়বরেলিতে পুজো দিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ।

কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছিল, গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হারের পর অমেঠি থেকে প্রার্থী হতে নারাজ ছিলেন রাহুল গান্ধি। দলের তরফে তাঁকে ওই আসন থেকে বিজেপির স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে প্রার্থী করার পরিকল্পনা থাকলেও, নিজের জেদে অনড় রাহুল। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি সোনিয়া গান্ধির আসন, রায়বরেলি থেকে প্রার্থী হতে পারেন। সেই জল্পনাই সত্যি করে আজ কংগ্রেসের তরফে প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় দেখা গেল, রায়বরেলি থেকে লড়ছেন রাহুল।

অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ কন্যাহারা পিতা

নয়াদিল্লি, ৩ মে: কোভিড টিকা কোভিশিল্ডে মারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ওষুধের ভয়াবহতার কথা ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের আদালতে স্বীকার করে নিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকা। এই পরিস্থিতিতে এবার ২০২১ সালে ২০ বছর বয়সে প্রয়াত এক তরুণীর বাবা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করতে। দাবি, কোভিশিল্ডই প্রাণ কেড়েছে তাঁর মেয়ের।

প্রসঙ্গত, কোভিশিল্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে। এবার সামনে এল প্রয়াত তরুণী করুণ্যার বিষয়টি। তাঁর বাবা ভেনুগোপালন গোবিন্দন এক হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও কোভিশিল্ডের নির্মাতা সেরাম ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধেও।

তাঁর পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, ওই টিকা ব্যবহারের পর রক্তজমাট বাঁধার কারণে মৃত্যুর ঘটনায় যখন ইউরোপের পনেরোটি দেশে তার ব্যবহার বন্ধ করা হল, এর পরও সেরাম ইনস্টিটিউটের উচিত ছিল টিকা সরবরাহ বন্ধ রাখা। ইতিমধ্যেই ন্যায় চেয়ে বহু আদালতে গেলেও কোনও শুনানিই হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁর। অ্যাস্ট্রাজেনেকার তরফে টিকায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়ার ঘটনায় তিনি লেখেন, 'এরা স্বীকার করল তবে অনেক দেরিতে। ততদিনে বহু মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে প্রয়াত ঋতিকা নাম্নী আর এক তরুণীর মা রচনা গাঙ্গু এবং ভেনুগোপালন আগেই সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন জমা দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্রিটেনের অ্যাস্ট্রাজেনেকার ওষুধ ভারতে তৈরির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল পুনের সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এসআইআই)কে। অতিমারির সময়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষই নিয়েছিলেন কোভিশিল্ডের টিকা। ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি রয়েছে তাঁদেরও। এই পরিস্থিতির মাঝে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন বিশাল তিওয়ারি নামে এক আইনজীবী। সব মিলিয়ে ব্রিটেনের পর কোভিশিল্ড নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভারতে।

অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল উদ্ধব-সেনা নেতার হেলিকপ্টার

রায়গড়ে, ৩ মে: ভোটপ্রচারে যাওয়ার আগেই বিপত্তি। বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন মহারাষ্ট্রের উদ্ধব-সেনার নেতা সুষমা আন্ধারে। শুক্রবার সকালে রায়গড়ে ভোটপ্রচারে যাওয়ার কথা ছিল সুষমার। সেই অনুযায়ী মাহাড়ে একটি হেলিপ্যাডও বানানো হয়। ওই হেলিপ্যাড থেকেই হেলিকপ্টারে চেপে জনসভায় যাওয়ার কথা ছিল সুষমার। সেখানে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছেও গিয়েছিলেন উদ্ধব-সেনার এই নেতা।

কিন্তু হেলিকপ্টারটি হেলিপ্যাডে নামার আগেই বেসামাল হয়ে পড়ে। আচমকাই সেটি মাটিতে আছড়ে পড়ে কয়েক বার পাল্টি খায়। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন হেলিকপ্টারের পাইলট। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সুষমা। যদিও তিনি পরে গাড়িতে করেই ভোটপ্রচারের জন্য রায়গড়ের উদ্দেশে রওনা হন।

হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার সেই দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নীল-সাদা রঙের একটি হেলিকপ্টার ধুলো উড়িয়ে হেলিপ্যাডে নামার চেষ্টা করছে। মাটি থেকে ফুট দশের উপরে আচমকাই সেটি বেসামাল হয়ে পড়ে। পাইলট কপ্টারটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। কপ্টারটি এর পর আছড়ে পড়ে মাটিতে। হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড কয়েক টুকরো হয়ে যায়। সেটি কয়েক বার পাল্টিও খায়।

বিহারে লালু-কন্যার বিরুদ্ধে লড়ছেন কৃষক লালুপ্রসাদ

পাটনা, ৩ মে: বিহারের সারণে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা রোহিণী আচার্যের বিরুদ্ধে প্রার্থী হলেন লালুপ্রসাদ যাদব। না, তিনি আরজেডি সুপ্রিমো নন, নাম আদ্যোপান্ত এক হলেও এই লালু হলেন এক জন কৃষক। তিনিই এ বারের লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় জনসম্ভাবনা পার্টির (আরজেপি) প্রার্থী হিসাবে লালু-কন্যার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর এই প্রার্থীকে নিয়েই ওই কেন্দ্রে বেশ চর্চা চলছে।

সারণের এই লালুপ্রসাদ সম্প্রতি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এই প্রথম নয়, এর আগেও ২০১৭ এবং ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। যদিও প্রস্তাবকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও হার মানেননি লালুপ্রসাদ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'গত কয়েক বার এই সারণ থেকেই নির্বাচনে লড়ছি। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ী দেবীর বিরুদ্ধেও প্রার্থী হয়েছিলাম। এ বার আমি তাঁর কন্যা রোহিণীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।'

ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা লালুপ্রসাদকে 'ভোট কাটোয়া' বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন। যদিও এ সবে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইছেন বলে জানিয়েছেন সারণের লালু। বরং কৃষিকাজ, সামজসেবা এবং ভোট নিয়েই আপাতত ব্যস্ত রয়েছেন বলেও দাবি তাঁর। এমনকী, ভোটে তিনি জয়ী হবেন বলেও আত্মবিশ্বাসী। লালু আরও জানান, তাঁর বিশ্বাস, সারণের মানুষ তাঁকেই ভোটে জিতিয়ে আনবেন। হলফনামা অনুযায়ী, লালুপ্রসাদের হাতে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা রয়েছে। স্ত্রী কাছে রয়েছে দু'লক্ষ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ পাঁচ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

বোমা আতঙ্কে হাজিরা কমছে দিল্লির স্কুলগুলোতে

নয়াদিল্লি, ৩ মে: বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির পর থেকেই দিল্লি এবং এনসিআরের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের হাজিরা কমতে শুরু করেছে। অভিভাবকেরা পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিও বিষয়টি নিয়ে ধন্দে পড়েছেন। পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। আগামী দিনে এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে যাতে দ্রুত উদ্ধারের কাজ করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্কুলগুলিতে।

গত বুধবারই দিল্লি, এনসিআর এবং উত্তরপ্রদেশের নয়ডা, গাজিয়াবাদে দুশোর বেশি স্কুলে হুমকি মেল পাঠানো হয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলগুলিতে। তড়িঘড়ি স্কুলগুলি খালি করানো হয়। যে সব স্কুল এই হুমকি মেল পেয়েছে, সব ক'টি বয়ানই এক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। হুমকি মেল প্রেরকের ঠিকানাও খুঁজে বার করেছে পুলিশ। যদিও এই হুমকির পরেও কোনও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেও দাবি পুলিশের। কিন্তু সেই হুমকি মেল আসার পর থেকেই পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকেরা।

সূত্রের খবর, এই ঘটনার পর থেকেই পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। যার জেরে দিল্লি এবং এনসিআরের বহু স্কুলে হাজিরার সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের আশ্বস্ত করছেন। দ্বারকার এক স্কুলের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, অভিভাবকেরা এখনও তাঁদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে হাজিরা এক ধাক্কায় ৯৭ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। স্কুলগুলি থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে অভিভাবকদের কাছে বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। তাঁদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর।

কানাডায় মর্মান্তিক মৃত্যু ভারতীয় দম্পতির!

টরেন্টো, ৩ মে: কানাডায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় দম্পতি! মৃত্যু হয়েছে তাঁদের সঙ্গে থাকা ৩ মাসের দুধের শিশুরও। জানা গিয়েছে, এক চোরকে ধাওয়া করতে গিয়ে পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারে ওই দম্পতির গাড়িতে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে।

পিটিআই সূত্রে খবর, গত সোমবার টরেন্টোয় ঘটনাটি ঘটে। সে সময় গাড়িতে তিনমাসের শিশু-সহ ৫ জন ছিলেন। যে দম্পতির মৃত্যু হয়েছে তাঁরা সম্পর্কে ওই দুধের শিশুর দাদু-ঠাকুমা ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির মা-বাবাও। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। ওই বৃদ্ধ দম্পতির কয়েকদিন আগেই ভারত থেকে কানাডায় গিয়েছিলেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্টারিওর স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশনস ইউনিট (এসআইইউ)।

বুধবার মৃতদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পান এসআইইউয়ের আধিকারিকরা। এনিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, সোমবার বোম্যানভিলের একটি মদের দোকানে চুরি হয়েছিল। সেখান থেকেই চোরকে ধরতে পিছু নিয়েছিল অন্টারিও পুলিশ। প্রায় ২০ মিনিট পর দ্রুত গতিতে যাওয়া পুলিশের গাড়িটি রাস্তার ভুল দিকে চলে যায়। তখনই সেটি ধাক্কা মারে ওই দম্পতির গাড়িতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু-সহ তিন জনের। এমনকী দুই গাড়ির সংঘর্ষে একসঙ্গে অন্তত ছয়টি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। যার মধ্যে ছিল ওই চোরের গাড়িও। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই চোরেরও। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, সাত তদন্তকারী অফিসার, একজন ফরেনসিক আধিকারিককে নিয়ে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ওই তদন্তকারী দলই এই ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে।

সেনা সরানোর ডেডলাইনের আগেই ভারতে আসছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী

মালে, ৩ মে: ভারতে আসছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির! আগামী ১০ মে-র মধ্যে দেশ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। আর তার আগে মুসা জামিরের এই সফরকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা।

দেশে চলছে লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই দু-দফার ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৭ মে তৃতীয় দফার নির্বাচন। পিটিআই সূত্রে খবর, এই ভোট আবহে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে দিল্লিতে পা রাখতে পারেন মুসা জামির। জানা গিয়েছে, ভারতে এসে তিনি মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরানো, সেদেশে বসবসকারী ভারতীয়দের অবস্থা, পর্যটকদের আগমন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। পাশাপাশি দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জামির বৈঠকে বসবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে। গত এপ্রিল মাসেই ভারত ও জয়শংকরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন জামির।

বলে রাখা ভালো, সম্পর্কে টানাপড়েনের মাঝেও মালদ্বীপে জরুরি পণ্যের জোগান বজায় রেখেছে ভারত। নয়াদিল্লির এহেন মানবিক পদক্ষেপে রীতিমতো আপ্লুত জামির। গত মাসে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট ও সময়পরীক্ষিত বলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জামির লিখেছিলেন, 'ভারত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের রপ্তানি জারি রেখেছে। এনিয়ে দুদেশের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তা পুনর্নবীকরণ করেছে ভারত। এর জন্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভারত সরকারকে ধন্যবাদ। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হয় যে দুদেশের মধ্যে অটুট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।'

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু যে চিনের হাতে তামাক খান সেকথা সকলের জানা। বেজিংয়ের উস্কানিতেই ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে মালে। দেশ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর নির্দেশ দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য এইরকম একাধিক বিষয়ে দিল্লির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে মালদ্বীপের। কিন্তু এই টানাপড়েনের মাঝেও পড়শি দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে নয়াদিল্লি।

উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মালদ্বীপ। দ্বীপরাষ্ট্রে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড হারে কমে গিয়েছে। দিল্লির কাছে ঋণের পরিমাণও বিপুল। এর ফলে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রের অন্দরে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে গত মাসেই ভারতকে তাদের 'ঘনিষ্ঠতম' সঙ্গী বলে উল্লেখ করেন মুইজ্জু। পাশাপাশি আর্জি জানান, মালদ্বীপের ঋণ মকুব করে দিক নয়াদিল্লি। বলে রাখা ভালো, গত বছরের শেষ পর্যন্ত যা হিসেব ভারতের কাছে দ্বীপরাষ্ট্রের ঋণ প্রায় ৪০০.৯ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ফলে মুসার এই সফরে দুদেশের সম্পর্কের উন্নতি হয় কি না সেদিকেই নজর থাকবে কূটনৈতিক মহলের।

বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ৩ মে: পাকিস্তানের সমস্ত রিপোর্টই সন্দেহজনক। রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে এভাবেই পড়শি দেশকে তোপ দাগল ভারত। সেই সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধি আরও জানিয়েছেন, ইসলামাবাদের এমন মন্তব্যে রাষ্ট্রসংঘের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে শুরু হয়েছে বিশেষ অধিবেশন। সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একাধিক ইস্যু নিয়ে ভারতকে তোপ দাগেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। সিএএ থেকে শুরু করে অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা-একাধিক বিষয় তুলে ধরেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মুনির আক্রম। তার পরেই জবাবি ভাষণে প্রতিবেশী দেশকে কার্যত তুলোধনা করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ।

নাম না করে পাকিস্তানকে বিঁধে তিনি বলেন, 'এই সম্মেলনে আমরা চেষ্টা করছি যেন বর্তমানের কঠিন সময়ে গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্যই নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের বক্তব্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। কারণ প্রথমত তাদের বক্তব্যে শালীনতা নেই। তাছাড়াও এই দেশগুলোর অবস্থানের জেরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসংঘের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ এই দেশগুলো খুব ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। এমন একটা দেশের কথায় কি ভরসা করা উচিত, যাদের সমস্ত রিপোর্ট নিয়েই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে?'

এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদও যে বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন কম্বোজ। সাম্প্রতিককালে যেভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে সেই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি। ধর্মীয় উপাসনাস্থলগুলোতে যেভাবে লাগাতার হামলা চলছে সেই বিষয়টি সম্মেলনে তুলে ধরেন রুচিরা। তাঁর কথায়, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ভারত বদ্ধপরিকর। মহাত্মা গান্ধির অহিংসার নীতি নিয়েই এগোতে চায় দেশ।

তিহার জেলে কয়েদি সংঘর্ষে মৃত ১

নয়াদিল্লি, ৩ মে: দিল্লির তিহার জেলে ভয়ংকর সংঘর্ষ। দুই বন্দির লড়াই পৌঁছে গেল খুনোখুনিতে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে তিহারের ৩ নম্বর জেলে। ইতিমধ্যেই মৃতের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে পুলিশের তরফে। এদিকে এই তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন বাংলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক ভিভিআইপি। সেখানে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বন্দির নাম দীপক(২৯)। দিল্লির শাকুরপুর এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক খুনের অভিযোগে সাজা ভোগ করছিলেন। জেলে পরিচারকের কাজ করতেন তিনি। দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ খাবার খাওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে অশান্তি বাধে আবদুল বশির(৪৪) নামে অপর এক বন্দির। আফগানিস্তানের বাসিন্দা এই ব্যক্তিও খুনের অপরাধে বন্দি। দুইজনের কথা কাটাকাটি মুহূর্তের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ নেয়। সেই সময় ধারালো কিছু দিয়ে দীপকের বুকে প্রচণ্ড আঘাত করে বশির। গুরুতর আহত অবস্থায় দীপককে দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দীর্ঘ চেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি চিকিৎসকরা।

ই ঘটনায় অভিযুক্ত আবদুল বশিরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, তাঁকে তিহারের আলাদা একটি সেলে বন্দি করা হয়েছে। কেন সে খুন করল তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি জেলের অন্দরে বার বার এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বাকি বন্দিদের নিরাপত্তা নিয়ে। কারণ এই জেলেই বন্দি রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, বিআরস নেত্রী কে কবিতা, বাংলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের মতো নেতৃত্বরা। সেখানে এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর এপ্রিল মাসে তিহার জেলে খুন হয়েছিলেন গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য প্রিন্স তেওয়াটিয়া।

পাকিস্তানের খাদে বাস পড়ে মৃত অন্তত ২০

ইসলামাবাদ, ৩ মে: আবারও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা উত্তর পাকিস্তানে। পাহাড়ি রাস্তায় চলাকালীন খাদে পড়ে গেল যাত্রীবাহী বাস। অন্তত ২০ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১৫ জনকে। আরও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে অনুমান।

ঘটনাটি ঘটেছে গিলগিট-বালটিস্তান এলাকার কারাকোরাম হাইওয়েতে। জানা গিয়েছে, রাওয়ালপিন্ডি থেকে হুনজার দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই বাসটি। সংকীর্ণ পাহাড়ি রাস্তায় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসের চালক। পিছলে গিয়ে খাদে পড়ে যায় বাসটি। ঘটনাস্থলেই ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কাজ শুরু করে উদ্ধারকারী দল। ১৫ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে এখনও জানা যায়নি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে মোট কত জন যাত্রী ছিলেন। ফলে এখনও কয়েকজন নিখোঁজ থেকে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় হাসপাতালে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের উত্তর প্রান্তে পথদুর্ঘটনা কার্যত নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খারাপ রাস্তা, অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন এবং অপেশাদার চালকদের কারণে নিয়মিতই বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বারবার দুর্ঘটনা ঘটেছে গিলগিট এলাকায়। কিন্তু লাগাতার দুর্ঘটনার পরেও টনক নড়েনি স্থানীয় প্রশাসনের। রাস্তা বা যান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি হয়নি ওই এলাকায়। সেই উদাসীনতার বলি হলেন ২০ জন।

ওয়াংখেড়ে কলকাতার ব্যাটিং বিপর্যয়

এক বল বাকি থাকতে ১৬৯ রানে অল আউট হয়ে গেলে কেকেআর। ৭০ রান করে বুমরার বলে বোল্ড হলেন বেঙ্কটেশ। মুম্বইয়ের সামনে জয়ের লক্ষ্য ১৭০ রান।

এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রবল ধসের মুখে পড়ে কেকেআর ব্যাটাররা। সল্ট পাঁচ, নারিন আট, রঘুবংশী তেরো শ্রেয়স আইয়ার ছয় এবং রিঙ্কু নয় রান করে আউট হয়ে যায়। এরপর ভেঙ্কটেশ এবং মণীশ দুরন্ত এক পাটনার শিপ করে কলকাতার একটা সম্মানজনক লড়াইয়ের রান তুলে দিতে সমর্থ হোন। মণীশ বিয়াল্লিশ রানে আউট হওয়ার পর ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই ছক্কা মেরেছিলেন রাসেল। কিন্তু বেশি ক্ষণ থাকতে পারলেন না তিনি। ভেঙ্কটেশের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির জন্য ৭ রান করে রান আউট হয়ে ফেরেন তিনি। এরপর কোনও ব্যাটসম্যানই সেরকম কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। এক বল বাকি থাকতেই অল আউট হয়ে যায় কলকাতা। ভেঙ্কটেশ দুরন্ত ৭০ রানের ইনিংস খেলেন।

আজ ত্রিমুকুট জিতে স্বপ্নপূরণ করতে চান বাগান অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপ জিতে মরসুম শুরু। পকেটে চলে এসেছে আইএসএলের লিগ-শিল্ড। এ বার ফাইনাল জিতে ত্রিমুকুট নিয়ে মরসুম শেষ করতে চান মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু। সেই স্বপ্নে কাঁটা বিপক্ষের দুই খেলোয়াড়, যাঁরা অতীতে কলকাতায় খেলে গিয়েছেন। এক জন মুম্বইয়ের অধিনায়ক রাহুল ভেকে, যিনি অতীতে খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। আর এক জন জয়েশ রানে, যিনি মোহনবাগান জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে ত্রিমুকুটের প্রসঙ্গ উঠতেই শুভাশিস বললেন, ‘প্রত্যেকটা ট্রফির জন্য সেরাটা দেওয়াই আমার কাজ। দল প্রচুর পরিশ্রম করেছে গত কয়েকটা মাসে। প্রত্যেকে ভাল দেওয়ার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। এই ট্রফিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনটে ট্রফি জিততে পারলে দলের এবং সমর্থকদের স্বপ্ন পূরণ হবে।দ

পাল্টা শুনিয়ে রাখলেন ভেকেও। অতীতে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডার্বিতে গোল করেছেন। তিনি বললেন, ‘ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার কথা এখনও ভুলে যাইনি। এখন মুম্বইয়ে খেলি। আমার কাছে এই ম্যাচ আলাদা অনুপ্রেরণার। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবে জানি, যুবভারতীতে নামার একটা আলাদা মজা রয়েছে। আমি তৈরি।

অনেকটা একই কথা শোনা গেল জয়েশের মুখেও। বললেন, অতীতে মোহনবাগানের জার্সি পরতে পেরে সম্মানিত। এখন মুম্বইয়ের খেলোয়াড় হিসাবে ট্রফি জিততে চাই। সেটা ছাড়া কিছু ভাবছি না।

হাজির ছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোসও। যুবভারতীর পাশে কাদাপাড়ার খুদে ছেলেদের সঙ্গে বাইপাসের ধারে ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। শীর্ষস্তরে ফুটবল খেলে আসা পেত্রাতোস কী ভাবে মানুষের সঙ্গে এ ভাবে মিশে যেতে পারেন?

অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকারের উত্তর, ভারতে সময়টা খুবই উপভোগ করছি। কলকাতা শহর হিসাবে দারুণ। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে নেমে পড়া আমার কাছে খুব স্বাভাবিক। মন থেকে আসে ব্যাপারটা। আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের ফুটবল খেলার ব্যাপারে আরও অনুপ্রাণিত করতে চাই, যাতে ওরাও কোনও দিন স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলতে পারে।

কোচ বদল এ বার দুই দলেই হয়েছে। মোহনবাগানে যেমন জুয়ান ফেরান্দোকে সরিয়ে এসেছেন আন্তোনিয়ো হাবাস, তেমনই মুম্বইয়ে ডেস বাকিংহামের বদলে কোচ হয়েছেন পিটার ক্রাতকি।

ফাইনালের আগে কোচ বদল নিয়ে দিমিত্রি বললেন, দুটো দলই দু’রকম। প্রত্যেকের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। তবে হাবাস আমাকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছেন। খোলা মনে খেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই জন্যই প্রত্যেক ম্যাচে নিজের সেরাটা দিই।

একই প্রসঙ্গে ভেকে বললেন, আমরা সবাই ওঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। মরসুমের মাঝপথে থাকাকালীন কোচ বদল সমস্যার। আমরা জানতামও না আগের কোচ চলে যাবেন। তবে নতুন কোচ এসে বিরাট কিছু বদলাননি। পরিকল্পনা প্রায় একই থাকে। দু’জনের দর্শনে মিল রয়েছে।

ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন ফোডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংরেজি সংবাদপত্র ও এজেন্সিগুলোর সংবাদকর্মীদের সংগঠন ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফডব্লিউএ)। ১৯৪৭ সাল থেকে এই সংগঠন ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার দিয়ে আসছে, যা দেশটির ঘরোয়া ফুটবলে সবচেয়ে পুরোনো এবং সম্মানজনক পুরস্কার। এবার ২০২৩-২৪ মৌসুমে ছেলেদের বিভাগে বর্ষসেরার পুরস্কারটি পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন। মেয়েদের বিভাগেও বর্ষসেরার পুরস্কারটি উঠেছে সিটির ঘরে। ক্লাবটির নারী দলের ফরোয়ার্ড খাদিজা ‘বানি’ শ জিতেছেন ২০২৩-২৪ মৌসুমের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। ২০১৮ সাল থেকে মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া চালু করেছে এফডব্লিউএ।

এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নারী ও পুরুষ উভয় বিভাগেই এফডব্লিউএর বর্ষসেরার পুরস্কার উঠল সিটির ঘরে। ২০১৯ সালে ছেলেদের বিভাগে এই পুরস্কার জিতেছিলেন সিটির তখনকার উইঙ্গার রাহিম স্টার্লিং। মেয়েদের বিভাগে জিতেছিলেন নিকিতা প্যারিস। স্টার্লিং এখন চেলসিতে খেলছেন, নিকিতা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে।

এফডব্লিউএর ৮০০,এর বেশি সদস্যের দেওয়া ভোটের মধ্যে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ফোডেন। গত চার বছরের মধ্যে সিটির তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ছেলেদের বিভাগে এই পুরস্কার জিতলেন ইংল্যান্ড তারকা। ২০২১ সালে রুবেন দিয়াস ও ২০২৩ সালে জিতেছেন আর্লিং হলান্ড। ফোডেনের পর এবার দ্বিতীয় হয়েছেন তাঁরই ক্লাব সতীর্থ রদ্রি ও

তৃতীয় আর্সেনালের মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইস।

এফডব্লিউএর বর্ষসেরা হয়ে ফোডেন বলেছেন, ‘ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়া আমার জন্য অনেক সম্মানের ব্যাপার। খুব খুব ভালো লাগছে। তবে সতীর্থদের ছাড়া এটি জিততে পারতাম না। সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই কোচ পেপকে সব সময় সমর্থন দেওয়ার জন্য। সিটিকে ট্রফি জেতাতে মৌসুমটা আমি এখন আরও ভালোভাবে শেষ করতে চাই।’

মেয়েদের বিভাগে এফডব্লিউএ সদস্যদের ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে বর্ষসেরা হয়েছেন খাদিজা। জ্যামাইকান এই ফরোয়ার্ড মেয়েদের বিভাগে এফডব্লিউএর বর্ষসেরার ইতিহাসে এবার সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন। চেলসির উইঙ্গার লরেন জেমস দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন সিটিতে খাদিজার সতীর্থ সেন্টারব্যাক অ্যালেক্স গ্রিনউড।

২০২৩-২৪ উইমেনস সুপার লিগে এ পর্যন্ত ১৮ ম্যাচে ২১ গোল করেছেন খাদিজা। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ২৭ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড। তিনটি গোলও করিয়েছেন এই প্রতিযোগিতায়। তাঁর দল সিটিও ২০১৬ সালের পর এবার প্রথম মেয়েদের লিগ জয়েও সুবাস পাচ্ছে। তবে পায়ে চোট পাওয়ায় লিগে সিটির শেষ দুটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না খাদিজা।

পুরস্কারটি জিতে খাদিজা বলেছেন, ‘খুবই গর্ব লাগছে। এমন স্বীকৃতি আমার জন্য বিশেষ সম্মানের। সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই। তারা গোল করার সুযোগ করে দিয়েছে। তারা ছাড়া এটা জিততে পারতাম না।’

ধোনির জার্সি নিয়ে দেশে ফিরলেন মোস্তাফিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই সুপার কিংসের আগে আইপিএলে আরও চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তবে মোস্তাফিজ চেন্নাইয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মান পেয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রিকেট পেজগুলোতে দাবি করে আসছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাঁদের দাবিটা যে অমূলক নয়, সেটার আরেকটি প্রমাণ মিলল।

আইপিএল ছেড়ে বাংলাদেশে ফেরার আগে মোস্তাফিজকে নিজের একটি জার্সি উপহার দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তর্কাতীতভাবে চেন্নাইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকার জার্সি পেয়ে ও তাঁর সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করতে পেরে মোস্তাফিজও খুশি। আজ বিকেলে ধোনির হাত থেকে জার্সি নেওয়ার মুহূর্তের একটি ছবি বাংলাদেশি পেসার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন।

ক্যাপশনে মোস্তাফিজ লিখেছেন, ‘সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ মাহি (ধোনির ডাকনাম) ভাই। আপনার মতো কিংবদন্তির সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া আমার কাছে বিশেষ এক অনুভূতি ছিল। আমার প্রতি সব সময় বিশ্বাস রাখার জন্যও ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান পরামর্শের তারিফ করতে হয়। সেসব কথা আমি মনে রাখব।’

ক্যাপশনের শেষে ধোনির দলে আবার খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন মোস্তাফিজ, ‘আপনার সঙ্গে শিগগিরই আবার দেখা করতে ও খেলতে মুখিয়ে আছি।’

৯ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে তিনি এখন পর্যন্ত চেন্নাইয়ের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। এবারের টুর্নামেন্টে এই মুহূর্তে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও মোস্তাফিজ। পরশু পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে নিজের তৃতীয় ওভারে মেডেনও নিয়েছেন মোস্তাফিজ, ব্যাটিং- তাণ্ডবের এই আইপিএলে যা একেবারেই বিরল।

সৌরভ গাঙ্গুলি এবং ঝুলন গোস্বামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উন্মোচন করলেন।

ভারতকে সরিয়ে আবারও টেস্টের এক নম্বর অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে টপকে আবারও টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। আজ আইসিসির হালনাগাদ করা বাৎসরিক র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ওঠার সুখবরটি পেয়েছে প্যাট কামিন্সের দল।

শীর্ষ দুটি স্থান ছাড়া আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অন্য কোনো পরিবর্তন নেই। ভারত টেস্টের শ্রেষ্ঠত্ব হারালেও বাৎসরিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়া টেস্টের শীর্ষে উঠেছে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সুবাদে। গত বছর ওভালে ফাইনালে ভারতকে ২০৯ রানে হারিয়ে টেস্টে শ্রেষ্ঠত্বের দণ্ড হাতে পায় কামিন্সের দল। যার ফলে অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১২৪-এ উন্নীত হয়েছে। দুইয়ে নেমে যাওয়া ভারতের রেটিং ১২০। টেস্ট র‍্যাঙ্কিয়ের তিনে থাকা ইংল্যান্ড এ দুই দলের বেশ পেছনে-১০৫ পয়েন্ট। ৪ থেকে ৯-এর মধ্যে থাকা দলগুলো দক্ষিণ আফ্রিকা (১০৩), নিউজিল্যান্ড (৯৬), পাকিস্তান (৮৯), শ্রীলঙ্কা (৮৩), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৮২) ও বাংলাদেশ (৫৩)।

বাৎসরিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে সর্বশেষ তিন বছরের পারফরম্যান্স। এর মধ্যে ২০২১ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের মে মাস-এই মেয়াদের পারফরম্যান্সকে পঞ্চাশ শতাংশ এবং সর্বশেষ ১২ মাসের পারফরম্যান্সকে শতভাগ হারে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

ওয়ানডের বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে দশে কোনো পরিবর্তন নেই। ১২২ রেটিং নিয়ে শীর্ষে ভারত, দুই ও তিনে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া (১১৬) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (১১২)। বাংলাদেশ ৮৬ রেটিং নিয়ে আছে আট নম্বরে। সাতে থাকা শ্রীলঙ্কার রেটিং ৯৩, নয়ে থাকা আফগানিস্তানের ৮০। ওয়ানডেতে শীর্ষ দশের বাইরে আয়ারল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে ১১ আর জিম্বাবুয়ে এক ধাপ পিছিয়ে ১২ নম্বরে অবস্থান করছে।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ আছে ৯ নম্বরে, রেটিং ২৩১। এখানে ২৬৪ রেটিং নিয়ে সবার ওপরে ভারত, দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া তাদের চেয়ে ৬ রেটিং পয়েন্ট পেছনে। দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ধাপ এগিয়ে চারে অবস্থান করছে (২৫২), যা তিন নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের চেয়ে ২ রেটিং পয়েন্ট কম।

এমসিসি তহবিলের অর্থ গায়েব, তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটের ঐতিহাসিক ও অভিজাত ক্লাব এমসিসি (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) তার সদস্যদের জানিয়েছে, ক্লাব তহবিলের অর্থ অপব্যবহার হয়েছে। যার কারণ খুঁজে বের করতে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এমসিসি তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে।

এমসিসি ক্রিকেটের সবচেয়ে সক্রিয় ক্লাব হিসেবে পরিচিত। লন্ডনের লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের মালিক ও ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা প্রতিষ্ঠান তারা।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) আগে এমসিসিই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছিল। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার।

এমসিসি তহবিলের অর্থ গায়েবের ঘটনাটি সামনে এনেছে দ্য টেলিগ্রাফ। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, বুধবার এমসিসির বাৎসরিক সাধারণ সভায় এর কোষাধ্যক্ষ ক্রিস রজার্স সদস্যদের তহবিল গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, অর্থ হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে আইনজীবীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্লাবের পক্ষ থেকেও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

২০২৩ সালে এমসিসি রেকর্ড আয় করেছে। জুলাইয়ে লর্ডসে অ্যাশেজের ম্যাচ আয়োজনের বছরটিতে মোট ৬ কোটি ৭০ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৩১ কোটি টাকার বেশি) আয় করে এমসিসি। এর মধ্যে ২ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড টিকিট বিক্রি এবং ২ কোটি ৬ হাজার

হসপিটালিটি থেকে আয় হয়।

রজার্সের বার্ষিক সাধারণ সভার বক্তব্য উদ্ধৃত করা বলা হয়, অর্থ গায়েব হলেও ২০২৩ সালের বাৎসরিক হিসাবের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন নেই, ‘আমরা এখন ক্লাবের অর্থ অপব্যবহারের তদন্তের মধ্যে আছি। এটা বাইরের আইনজীবীদের তদন্তের আওতায় থাকায় এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে এটি বলতে পারি যে ২০২৩ সাল ও এর আগের হিসাবের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।’

তবে এ বিষয়ে টেলিগ্রাফের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে এমিসিসি কোনো মন্তব্য করেনি। বার্ষিক সাধারণ সভায় জানানো হয়, সাবেক ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গভর্নর মারভিন কিং আগামী অক্টোবরে এমসিসির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

মেসি এই প্রথম এমএলএসের মাসসেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে কী অসাধারণ একটা মাসই না কাটিয়েছেন লিওনেল মেসি! লিগে দলকে এপ্রিল মাসে রেখেছেন অপরাজিত। এই সময়ে মেসির দল ইন্টার মায়ামি তিনটি ম্যাচ জিতেছে, একটি করেছে ড্র। এই সময়ে মায়ামি প্রতিপক্ষকে ১২টি গোল দিয়েছে। এর ১০টিতেই অবদান রেখেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ৬টি গোল তিনি নিজে করেছেন, ৪টি গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে।

অসাধারণ এই পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পেয়ে গেলেন মেসি। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখানোর পর এই প্রথম দেশটির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মাসসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

এবারের এমএলএসে শুরু থেকেই দারুণ খেলছেন মেসি। কিন্তু মাঝে চোটের কারণে কয়েকটি

ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। চোট কাটিয়ে ফিরেই আবার পরিচিত ছন্দে আর্জেন্টাইন তারকা। এপ্রিল মাসে ৬ গোল করার আগে এমএলএসে আরও ৩ গোল আছে মেসির।

সব মিলিয়ে এবারের এমএলএসে এখন পর্যন্ত মেসির গোল ৯টি। এমএলএসের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জয়ে বাকিদের চেয়ে এগিয়েই আছেন। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসির পরে আছেন রিয়েল সল্ট লেকের কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ান আরাঙ্গো ও ডিসি ইউনাইটেডের বেলজিয়ান ফুটবলার ক্রিস্টিয়ান বেনটেকে। দুজনেরই গোল ৮টি করে। ৭টি করে গোল আছে মেসির সতীর্থ উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ ও নিউইয়র্ক রেড বুলসের স্কটিশ ফুটবলার লুইস মরগানের।

এ নিয়ে টানা দুই মাস এমএলএসের মাসসেরার পুরস্কার গেল ইন্টার মায়ামিতে। এর আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে পুরস্কারটি জিতেছেন সুয়ারেজ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**